আহলে সুন্নাত ওয়া জামা'আত তথা
মাসলাকে আলা হযরত-এর মুখপত্র

মাসিক পত্রিকা
আল্-মিসবাহ

THE MONTHLY AL-MISBAH MAGAZINE

June-2024

প্রকাশনায়

সুন্নী ইসলামিক মিশন

হেড অফিস-
আল-জামিয়াতুল আশরাফিয়া
(মুবারকপুর, আজমগঢ়, উত্তর প্রদেশ)

পরিচালনায় :-WB MISBAHI NETWORK

স্মরণার্থে

জালালাতুল ইলম, হুযূর হাফিযে মিল্লাত রহমতুল্লাহি তা'আলা আলাইহ

উপদেষ্টা পরিষদ

মুহাক্কিকে মাসায়েলে জাদীদাহ হযরত আল্লামা **মুফতী মুহাম্মদ নেযামুদ্দীন** রেজবী বারকাতী মিসবাহী
(শাইখুল হাদীস ও ইফতা বিভাগের প্রধান আল জামেয়াতুল আশরাফিয়া, মোবারকপুর, ইউ.পি.)
আদীবে শাহীর আল্লামা **মুফতী শাহযাদ আলম** মিসবাহী রেজভী
(শাইখুল আদব জামিয়াতুর রেযা, বেরেলী শরীফ, ইউ.পি.)
হযরত আল্লামা **মুফতী আব্দুল খালিক্ব** সাহেব
(প্রধান শিক্ষক জামে আশরাফ কিছৌছা শরীফ, ইউ.পি.)
হযরত আল্লামা **মুফতী অয়েযুল হক** হাবীবী মিসবাহী
শাইখুল হাদীস মাদ্রাসা জামিয়া রাযাভিয়্যা, পঞ্চানন্দপুর, মোথাবাড়ী, মালদা
হযরত আল্লামা **শাহজাহান আলম** আযীযী
শাইখুল হাদীস চান্দপুর মাদ্রাসা, কালিয়াচক, মালদা।
মুফতী **মকবুল আহমদ মিসবাহী** দঃ২৪পরগনা
হযরত আল্লামা **মুফতী যুবায়ের আলম** রেজভী সাহেব মুর্শিদাবাদ ।
হযরত আল্লামা **মুফতী আলিমুদ্দিন** রেজভী সাহেব মুর্শিদাবাদ ।
আল্লামা **ডাঃ সাজ্জাদ আলম** মিসবাহী
আল্লামা **ডাঃ সাদরুল ইসলাম** মিসবাহী
আল্লামা **আব্দুর রহীম মিসবাহী,** মালদা
মুফতী **ফজলুল রহমান** মিসবাহী
মুফতী **আমজাদ হুসাইন সিমনানী,** দঃ দিনাজপুর
মুফতী **আব্দুল আজীজ কালিমী,** মালদা
মুফতী **লতফুর রহমান মিসবাহী আজহারী,** মালদা
মুফতী **শাহজাহান,** বীরভূম
মুফতী **আলী হুসাইন** তাহসীনী
মুফতী সাবির আলী মিসবাহী, মুর্শিদাবাদ

ফাতওয়া বিভাগের মুফতীয়ানে কেরাম

হযরত আল্লামা মুফতী অয়েযুল হক হাবীবী মিসবাহী
শাইখুল হাদীস মাদ্রাসা জামিয়া রাযাভিয়্যা,
পঞ্চানন্দপুর, মোথাবাড়ী, মালদা

মুফতী রফীক আলম মিসবাহী, মালদা
সিনিয়র শিক্ষক মাদ্রাসা জামিয়া রাযাভিয়্যা,
পঞ্চানন্দপুর, মোথাবাড়ী, মালদা

মুফতী মঈন উদ্দীন মিসবাহী, মুর্শিদাবাদ
হেড শিক্ষক সুলতানপুর ও মালীপুর সুন্নী মাদ্রাসা

মুফতী আলামীন মিসবাহী, পাকুড়
জামিয়া রাজ্জাকিয়া কালীমিয়া আরবী ইউনিভার্সিটি,
সাইদা পুর, মুর্শিদাবাদ।

মুফতী আবূ বকর মিসবাহী, বীরভূম
শাইখুল হাদীস মেটিয়াব্রুজ, কোলকাতা

মুফতী গুলজার আলী মিসবাহী, উঃ দিনাজপুর
সিনিয়র শিক্ষক খালতিপুর মাদ্রাসা, কালিয়াচক, মালদা।

সদস্য মণ্ডলী

মুফতী রাফিক আলম মিসবাহী	মুফতী জয়নুল আবেদীন মিসবাহী
মুফতী শামসুদ্দীন মিসবাহী	ক্বারী সৈয়দ মাজহারুল হক্ব মিসবাহী
মুফতী মুক্বসিদ মিসবাহী	মাওলানা আলী রেযা মিসবাহী
মুফতী আফতাব আলম মিসবাহী	মাওলানা আব্দুল মাবুদ মিসবাহী
মুফতী মঈনুদ্দিন মিসবাহী	মাওলানা আকবর আলী মিসবাহী
মুফতী উমর ফারুক মিসবাহী	মাওলানা গোলাম গৌস মিসবাহী
মুফতী সুলতান আলী মিসবাহী	মাওলানা আব্দুল কাবির সাহেব
মুফতী সাহীমুদ্দীন মিসবাহী আজহারী	মাওলানা মুস্তাক্বীম রাজা মিসবাহী
মুফতী হাশিমুদ্দিন মিসবাহী	মাওলানা দাতা মাহবুব মিসবাহী
মুফতী আতাউর রহমান মিসবাহী	মাওলানা ইনজেমা-মুল হক্ব মিসবাহী
মুফতী গুলাপ হুসাইন মিসবাহী	মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক মিসবাহী
মুফতী আলামিন মিসবাহী	মুফতী নুরুল ইসলাম
মুফতী মুঈজুদ্দিন মিসবাহী	মাওলানা শামীম আখতার মিসবাহী
মুফতী জাহাঙ্গীর আলম মিসবাহী	মাওলানা আশিকুর রহমান মিসবাহী
মুফতী আসমাউল হক্ব মিসবাহী	মাওলানা সুলাইমান মিসবাহী
মুফতী বিলাল হুসাইন মিসবাহী	সৈয়দ সামিরুল ইসলাম চিশতী
মুফতী আবু বকর মিসবাহী	মুফতী মেহেরবান আলী
মুফতী গুলজার আলী মিসবাহী	সৈয়দ গোলাম মুসতারশিদ আল-ক্বাদরী
মাওলানা মোমিন আলী মিসবাহী	মুফতী শামসুদ্দোহা মিসবাহী
মুফতী গোলাম মুস্তাফা মিসবাহী	মাওলানা আবুল কালাম আযাদ মারকাযী
মুফতী আনজারুল ইসলাম মিসবাহী	ক্বারী সাজিদুল ইসলাম মিসবাহী
মুফতী মারজান মিসবাহী	মুফতী মুসলিম আলী
মুফতী মুতিউর রহমান মিসবাহী	ক্বারী স্বয়নুল ইসলাম মিসবাহী
মুফতী গোলাম মাসরুর আহমাদ মিসবাহী	জনাব শাহিদুল ইসলাম সাহেব
মুফতী তৌহীদুর রহমান আলাঈ জামেঈ	হাফিজ মেহেদী হাসান সাহেব
মাওলানা দাউদ আলম মিসবাহী	মাওলানা নাসির শেখ মিসবাহী
ক্বারী সাজিমুদ্দিন মিসবাহী	মাওলানা হিশামুদ্দিন মিসবাহী
হাফিয মুস্তাকিম	মাওলানা হাশিমুদ্দিন মিসবাহী
মাওলানা গুলাম মুস্তফা	মাওলানা মাসউদুর রহমান
মুফতী জাহাঙ্গীর আলম রেজবী, ঝাড়খন্ড	মুফতী আবুল কালাম আজাদ, মুর্শিদাবাদ
মুফতী আবরার আলম মিসবাহী	মুফতী সাবির মিসবাহী
ক্বারী আমির সোহেল মিসবাহী	ক্বারী মুনিরুদ্দিন মিসবাহী
হাফিয তারিক রেজা	মাওলানা রৌশন আলী আলাঈ

সূচীপত্র

বিষয় ও লেখক | পৃষ্ঠা নং

1 তোহফায়ে ঈমানী বা মাসায়েলে কুরবানী
ফাক্বীহে বাঙ্গাল মুফতী আলীমুদ্দিন রেজবী মাযহারী — 2

2 যৌতুক প্রথা শিক্ষিত সমাজের জন্য অভিশাপ কেন?
মুফতী আমজাদ হুসাইন সিমনানী — 4

3 কুরবানীর পরিবর্তে টাকা দান করার বিধান
মুফতী গুলজার আলী মিসবাহী — 8

4 আল্লাহ পাক দেহ ও দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে পবিত্র
মুফতী আবূ বকর মিসবাহী — 9

5 পিতা মাতার আনুগত্য
মুফতী আনজারুল ইসলাম মিসবাহী — 12

6 হজের গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় মাসায়েল
মুফতী শামসুদ্দোহা মিসবাহী — 14

7 হযরত আমীরে মোয়াবিয়া কি নবীর সুন্নাত পরিবর্তন করেছিলেন?
সৈয়দ শাহ গোলাম ইস্তেরশাদ আলী আল কাদরী মারকাযী — 16

8 মাটি দেওয়ার দুয়া পাঠ করার হুকুম
মাওলানা মনিরুল ইসলাম — 19

9 কুরবানীর পশুর প্রতি সমবেদনা করা অপরিহার্য
মুফতী আসগর আলী আলাঈ — 21

10 একই পশুতে কুরবানী ও আকীকা দেওয়ার বিধান
মুফতী গুলজার আলী মিসবাহী — 23

11 কুরআন ও হাদীসের আলোকে ইলমে গায়েব
মাওলানা আশিকুর রহমান মিসবাহী — 24

12 কুরবানীর দিবসের সতর্কতা
মাওলানা সুলাইমান শেখ মিসবাহী — 27

13 কুরআন ও হাদীসের আলোকে পর্দার বিধান
মুহাম্মদ লালচাঁদ জামালী — 28

14 কুরবানি করা ওয়াজিব না সুন্নাত ?
মুফতী গোলাম মাসরুর আহমাদ মিসবাহী — 31

তোহফায়ে ঈমানী বা মাসায়েলে কুরবানী

ফাক্বীহে বাঙ্গাল মুফতী মোঃ আলীমুদ্দিন রেজবী মাযহারী
মুর্শিদাবাদ

অবসর সময়ে মাত্র ৫ মিনিটে নিজের জায়গায় বসে থেকেই হাতে মোবাইল ধরে কুরবানী সংক্রান্ত ২২ টি জরুরী মসলা জেনে নিন।

১/ ধনী মুসলমানদের জন্য কুরবানী করা ওয়াজিব, ফরজও নয় সুন্নাতও নয় এটাই সঠিক।
তবে হ্যাঁ প্রিয় নবী হুযূর আলাইহিস সালামের উপর কুরবানী করা ফরজ ছিল, এটা তাঁর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য।

২/ বিশ্ব নবী হুযূর আলাইহিস সালাম মদীনা শরীফে থাকা কালীন প্রতি বছর নিজে কুরবানী করতেন এবং যে সমস্ত পারক ব্যক্তি কুরবানী করতেন না, তাদের উপর অসন্তুষ্ট হতেন।

৩/ কুরবানী যবেহ করার সময় শুধু "বিসমিল্লাহ" বলা ফরজ, তার সাথে "আল্লাহু আকবার" বলা মুস্তাহাব।

৪/ কুরবানীর পশু নিজে যবেহ করা উত্তম, যদি নিজে না জানে বা না পারে, তাহলে অন্য লোককে দিয়ে যবেহ করাবে, তবে সেখানে নিজে উপস্থিত থাকা উত্তম।

৫/ কুরবানীর পশুকে শুইয়ে দেওয়ার পর তার সামনে ছুরি ইত্যাদিতে শান দেওয়া ঠিক নয়।

৬/ উটের কুরবানী করা সব চাইতে উত্তম, তার পর গরু উত্তম, তার পর ছাগল তার পর ভেঁড়া।

৭/ নূর নবী হুযূর আলাইহিস সালাম মক্কা শরীফে থাকা কালীন কোন দিন ঈদুল আযহার কুরবানী করেননি। তার কারণ,তখন কুরবানী করা ওয়াজিব হওয়ার হুকুম হয়নি।

৮/ দুম্বা এবং ভেঁড়ার মোটা তাজা ৬ মাসের বাচ্চা,যদি দেখতে ১ বছরের মত মনে হয়, তাহলে তার কুরবানী দেওয়া জায়েয হবে।

৯/ প্রাক ইসলাম যুগে কুরবানীর (পশু উৎসর্গ করার) প্রথা ছিল, কিন্তু কুরবানী করে কুরবানীর মাংস খাওয়া হারাম ছিল।
কুরবানী করার পর যবেহ কৃত পশুকে গায়েবী আগুন এসে পুড়িয়ে দিত। ঐ যুগে কুরবানী কবুল হওয়ার এটাই লক্ষন ছিল।

১০/ কিয়ামতের দিন কুরবানীর পশুকে কুরবানী দাতার নেকীর পাল্লায় রেখে দিয়ে তার নেকীর পাল্লা ভারী করে দেওয়া হবে।

১১/ কিয়ামতের দিন সহজে পুলসিরাত পার হওয়ার জন্য কুরবানীর পশুকে কুরবানী দাতার জন্য যানবাহন বানিয়ে দেওয়া হবে।

১২/ কুরবানীর পশুর দেহের প্রতিটি অঙ্গ কুরবানী দাতার দেহের প্রতিটি অঙ্গের গুনাহের বদলা (কাফ্ফারা) হয়ে দাঁড়াবে।

১৩/ দয়াল নবী সল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনা শরীফে গরীব মানুষের মাঝে কুরবানীর পশু বিতরণ করতেন।
এখনও যদি ধনী লোকেরা কুরবানীর পশু দান স্বরুপ বিতরণ করেন,তাহলে সেটা নেওয়া ও কুরবানী করা অবশ্যই জায়েয হবে, তবে বদ আক্বিদা ও বদ মাযহাবদের নিকট থেকে কুরবানীর পশু নেওয়া হারাম।

১৪/ মহা নবী সল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মাতের পক্ষ থেকেও কুরবানী দিয়েছেন।
এখনও বহু ভাগ্যবান মুসলমান দয়ার নবীর নামে কুরবানী করে থাকেন,এটা অবশ্যই জায়েয।

১৫/ হাযরাত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম যখন হাযরাত ইসমাইল আলাইহিস সালামকে কুরবানী করতে নিয়ে যান, তখন হাযরাত ইসমাইল আলাইহিস সালামের বয়স ছিল ৭ অথবা ১৩ বছর।

১৬/ মক্কা শরীফ থেকে দুই মাইল দুরে মিনা মাঠে হাযরাত ইসমাইল আলাইহিস সালামকে কুরবানী করতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

১৭/ একটি বর্ণনা অনুযায়ী হাযরাত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম হাযরাত ইসমাইল আলাইহিস সালামের গলায় ৭০ বার ছুরি চালিয়ে ছিলেন তবুও তাঁর গলা কাটেনি কেননা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার নিষেধ ছিল।

১৮/ হাযরাত ইসমাইল আলাইহিস সালামের পরিবর্তে জান্নাত থেকে যে দুম্বাটি এসেছিল, তার নাম ছিল "জারির"। লালচে সাদা রং এর দুম্বা,তার দেহে মাংস ছাড়া যেমন- হাড় নাড়িভুঁড়ি ও মল ইত্যাদি কিছুই ছিল না। দেখতে হাতির সমান, মিনা প্রান্তরে স্বাবির নামক একটি পাহাড়ের ধারে একটি বাবলার গাছে বাঁধা অবস্থায় পাওয়া যায়।
আল্লাহ তায়ালার হুকুমে হাযরাত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম হাযরাত ইসমাইল আলাইহিস সালামের পরিবর্তে ঐ দুম্বাটিকে কুরবানী করেন।

১৯/ হাযরাত ইবরাহীম আলাইহিস সালাম ঐ দুম্বাটি যবেহ করে তার মাংস পশু পাখিকে খাইয়ে দেন। কেননা দুম্বাটি ছিল জান্নাতী,পৃথিবীর আগুন জান্নাতী পশুর মাংস রান্না বা সিদ্য করতে পারবে না।

২০/ যে সমস্ত মুসলমান কুরবানীর দিনগুলিতে সাহিবে নেসাবের আওতায় পড়বেন, অর্থাৎ- ধনীর তালিকায় পড়বেন, তারা যদি জ্ঞানী হন পাগল না হন, সাবালক হন নাবালক না হন, স্থানীয় হন মুসাফির না হন,তাহলে নারী পুরুষ নির্বিশেষে তাদের সকলের উপর কুরবানী করা ওয়াজিব হবে।

২১/ কুরবানীর তারিখগুলিতে রাতে কুরবানী করলেও কুরবানী হয়ে যাবে তবে এটা না করা-ই ভালো।

২২/ মুসাফিরের উপর কুরবানী ওয়াজিব নয়, তবে নফল হিসাবে করলে অবশ্যই নেকী পাবে।

বিস্তারিত জানতে দেখুন- মিরয়াতুল মানাজীহ শারহে মিশকাতুল মাসাবীহ ২য় খঃ,
ইসলামী তাক্বরীবাত ও ইসলামী হায়রাত আঁগেয মা'লুমাত ইত্যাদি কিতাবাদি কুরবানীর বয়ান।
(ভাষাগত ও বানানগত ত্রুটি মার্জনীয়।)

রাম ও রহীমকে এক বলার বিধান

ফাতাওয়া শারেহে বুখারী এর মধ্যে রয়েছে: রাম ও রহীম হল একই এবং মসজিদ ও মন্দির হল খোদার ঘর। এসব কথা বলার কারণে উল্লেখিত ব্যক্তি কাফির ও মুরতাদ হয়ে গেল। তার সমস্ত নেক আমল বরবাদ হয়ে গেল। তার স্ত্রী তার বিবাহ থেকে বেরিয়ে গেল। রাম ও রহীম এক হতে পারে না। কেননা, রাম অযোধ্যার এক রাজা মানুষের নাম ছিল। যে হল সৃষ্টি। আর আল্লাহ হলেন স্রষ্টা। উভয় এক কিভাবে হতে পারে? মসজিদ কেবলমাত্র আল্লহর এবাদতের জন্য। আর মন্দির হল মূর্তি পূজা করার জন্য। উভয়কে এক বলা সরাসরি কুফরী। তার উপরে ফরয যে, এসব কুফরী কথা থেকে তাওবা করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে। যদি স্ত্রী থাকে তাহলে তাকে পুণরায় বিবাহ করবে। সে যদি এরূপ না করে তাহলে মুসলমান তার সাথে সম্পর্ক বিচ্ছেদ করে দিবে। যদি সে মরে যায় তাহলে তার কাফন দাফনে (জানাযায়) শরীক হওয়া হবে না।

(ফাতাওয়া শারেহে বুখারী ১/১৯২)

যৌতুক প্রথা শিক্ষিত সমাজের জন্য অভিশাপ' কেন?

মুফতী আমজাদ হুসাইন সিমনানী থানা- কুশমন্ডি, জেলা- দক্ষিন দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده تبارك و تعالى و نصلى و نسلم على رسوله الاعلى أما بعد-

প্রিয় শিক্ষিত মুসলিম সমাজ! আমরা সবাই অবগত বর্তমান যুগে কন্যা জন্মলাভ করার পরেই পিতার মাথায় কন্যা কে বিবাহ দেওয়ার সময় যৌতুকের প্রয়োজনীয়তা, ব্যবস্থা ও আয়োজনের কথা মাথায় চলে আসে। যেই মেয়ে এবং কন্যা সন্তান প্রসঙ্গে হাদিস শরীফ-এ বর্ণিত হয়েছে-

عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ جَاءَتْنِي امْرَأَةٌ وَمَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا فَسَأَلَتْنِي فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِي شَيْئًا غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا فَأَخَذَتْهَا فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا وَلَمْ تَأْكُلْ مِنْهَا شَيْئًا ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ وَابْنَتَاهَا فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثْتُهُ حَدِيثَهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنِ ابْتُلِيَ مِنَ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ))

অর্থাৎ:- নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্ত্রী আয়িশাহ রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন এক সময় আমার নিকট এক মহিলা আসলো। সে সময় তার সাথে তার দুটি কন্যাও ছিল। সে আমার সমীপে কিছু চাইল। সে মাত্র একটি খেজুর ছাড়া আমার নিকট কিছু পেল না। আমি সে খেজুরটিই তার হাতে দিলাম। সে খেজুরটি নিয়েই তা তার দু'কন্যার মাঝে বন্টন করে দিল। নিজে তা হতে কিছুই খেলো না। তারপর সে এবং তার দু কন্যা উঠে চলে গেল। এরপর নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট আসলে তার সমীপে আমি ঘটনাটি বর্ণনা করলাম। তখন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যে লোক মেয়ে সন্তান প্রতিপালনের পরীক্ষায় আপতিত হয় আর তাদের সাথে সে সদাচরণ করে, তাহলে তার জন্যে এরা জাহান্নামের প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে।

{ সহীহ মুসলিম হাদিস নং-৬৮৬২}

{ সুনানে তিরমিযী হাদিস নং-১৯১৫ }

عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ، يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ " مَنْ كَانَ لَهُ ثَلاَثُ بَنَاتٍ فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ وَأَطْعَمَهُنَّ وَسَقَاهُنَّ وَكَسَاهُنَّ مِنْ جِدَتِهِ - كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ " .

অর্থাৎ:- উকবা ইবনে 'আমির রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছিঃ কারো তিনটি কন্যা সন্তান থাকলে এবং সে তাদের ব্যাপারে ধৈর্য ধারণ করলে, যথাসাধ্য তাদের পানাহার করালে ও পোশাক-আশাক দিলে, তারা কিয়ামতের দিন তার জন্য জাহান্নাম থেকে অন্তরায় হবে।

{ সুনানে ইবনে মাজাহ হাদিস নং-৩৮০০ }

{ মুসনাদে হুমাইদী হাদিস নং-৭৫৫ }

{ মুসনাদে আহমদ হাদিস নং-১৭৪০৩ }

{ আল-আদাবুল মুফরাদ হাদিস নং-৭৬ }

{ মুজমে কাবির তাবরানী হাদিস নং-৮২৬ }

{ শুয়াবুল ঈমান বায়হাকী হাদিস নং-৮৩১৭}

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، " مَا مِنْ رَجُلٍ تُدْرِكُ لَهُ ابْنَتَانِ فَيُحْسِنُ إِلَيْهِمَا مَا صَحِبَتَاهُ أَوْ صَحِبَهُمَا إِلاَّ أَدْخَلَتَاهُ الْجَنَّةَ "

অর্থাৎ:- ইবনে 'আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোন ব্যক্তির দু'টি কন্যা সন্তান থাকলে এবং সে তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করলে যত দিন তারা একত্রে বসবাস করবে, তারা তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে।{ সুনানে ইবনে মাজাহ হাদিস নং-৩৮০১ }

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((مَنْ عَالَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ فَأَدَّبَهُنَّ وَزَوَّجَهُنَّ وَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ فَلَهُ الْجَنَّةُ)).

অর্থাৎ:-আবূ সাঈদ আল-খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

যে ব্যক্তি তিনটি কন্যা সন্তানকে লালন-পালন করলো, তাদেরকে আদব শিক্ষা দিলো, বিয়ে দিলো এবং তাদের সাথে সুন্দর ব্যবহার করলো, তার জন্য জান্নাত রয়েছে।

{সুনানে আবু দাউদ হাদিস নং-৫১৪৯}
{মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা হাদিস নং-২৫৪৩৪}
{মুসনাদ আহমাদ হাদিস নং-১১৯২৪}

عَنْ سُهَيْلٍ بِهَذَا الإِسْنَادِ بِمَعْنَاهُ قَالَ: ((ثَلاَثُ أَخَوَاتٍ أَوْ ثَلاَثُ بَنَاتٍ أَوْ بِنْتَانِ أَوْ أُخْتَانِ)).

অর্থাৎ:-সুহাইল রাদিয়াল্লাহু আনহু সূত্রে এই সনদে পূর্বোক্ত হাদীসের অর্থানুরূপ বর্ণিত। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, তিনটি বোন অথবা তিনটি কন্যা অথবা দু'টি কন্যা অথবা দু'টি বোন হলেও।

{সুনানে আবু দাউদ হাদিস নং-৫১৫০}

عَنْ أَبِي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال لا يكون لأحدكم ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن اليهن الا دخل الجنة

অর্থাৎ:-আবূ সাঈদ আল-খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের মধ্যে যারই তিনটি মেয়ে অথবা তিনটি বোন আছে, সে তাদের সাথে স্নেহপূর্ণ ব্যবহার করলে জান্নাতে যাবে।

{সুনানে তিরমিজি হাদিস নং-১৯১২}
{মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা হাদিস-২৫৪৩৮}
{আল-আদাবুল মুফরাদ হাদিস নং-৭৯}
{শুয়াবুল ঈমান বায়হাকী হাদিস নং-৮৩০৯}

عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "مَنِ ابْتُلِيَ بِشَيْءٍ مِنَ الْبَنَاتِ فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ حِجَابًا مِنَ النَّارِ". قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ.

অর্থাৎ:- আইশা রাদিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি তার মেয়ে সন্তানদের জন্য কোনরকম পরীক্ষার সম্মুখীন হয় (বিপদগ্রস্ত হয়), সে তাদের ব্যাপারে ধৈর্য ধরলে তার জন্য তারা জাহান্নাম হতে আবরণ (প্রতিবন্ধক) হবে।

ইমাম তিরমিজি রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, এ হাদীসটি হাসান। {সুনানে তিরমিযী শরীফ নং-২০৩৭}

উপরোক্ত হাদীস সমূহ হতে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয় যে, কন্যার পিতা হওয়া অর্থাৎ জান্নাতের চাবি হাতে পাওয়ার সমতুল্য। সেই মেয়ের পিতা আজ কন্যাকে পেয়ে জান্নাত পাওয়ার আশা নয় বরং যৌতুকের আয়োজন ও ব্যবস্থা কিভাবে হবে তা নিয়ে চিন্তায় চিন্তিত। বর্তমান শিক্ষিত সমাজ ভালো ভাবেই অবগত যে, প্রায় প্রতিদিন আমরা পেপার-পত্রিকায় যৌতুকের কারণে বিষপান করে আত্মহত্যা, শরীরে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করার কথা পড়তে থাকি। যৌতুকের কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ করা, যৌতুকের কারণে নতুন বধূকে বাড়ি থেকে বের করে দেওয়া, যৌতুকের কারণে স্ত্রীকে তালাক দেওয়া, যৌতুকের কারণে স্ত্রীর সম্ভ্রম নষ্ট করা, যৌতুকের কারণে স্ত্রীর অভিভাবকদের নানান ভাবে লাঞ্ছিত ও গালিগালাজ করার ব্যাপারটা একটা সাধারণ ব্যাপারে পরিণত হয়েছে। তবে আপনার কাছে আমার প্রশ্ন হল, কি যৌতুক অর্থাৎ মেয়ের বাবার কাছ থেকে বিয়ের সময় যৌতুকের চুক্তি করে নেওয়া আদৌ কি বৈধ? যুক্তি যুক্ত? এটা কি মানবিক আচরণ? এই ব্যবহারকে একজন সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন ব্যক্তি গ্রহণ করতে পারেন?

উদাহরণস্বরূপ! আপনি ভাবুন, আপনি যেই পোশাকটি নিজের বলেন এবং পরিধান করে আছেন সেই পোশাকটি কোনো দোকানদারের কাছ থেকে ক্রয় করে সেটা ব্যবহার করছেন। আপনি কোনদিন কি ভেবেছেন যে, এই কাপড়টি আপনার ব্যবহারযোগ্য করার জন্য কতগুলো মানুষের মেহনত নিহিত আছে? হয়তো ভাবেননি। আসুন আমি আপনাদের কিছুটা বলি।

একটা কাপড় বানানোর জন্য প্রথমত এক প্রকারের পোকার প্রয়োজন হয়, সেই পোকা কে তুঁতের পাতা খাওয়ানো হয়, পোকা তুঁতের পাতা খেয়ে একটা বাসস্থান তৈরি করে এবং সেই বাসস্থান থেকেই মানুষ সুতা গুলোকে আলাদা করে নেয়, সুতা আলাদা করার পরে সেটা বড় ফ্যাক্টরিতে যায়, বড় ফ্যাক্টরিতে সেই সুতা কে কাপড়ে পরিণত করা হয়। আবার ওই কাপড় সেলাই মেশিনে যাওয়ার পর আপনার প্রয়োজনীয় এবং ব্যবহারযোগ্য পোশাক তৈরি করা হয়। অতঃপর সেটাকে গোডাউনে দিয়ে আসা হয়। গোডাউন থেকে হোলসেল দোকানে চলে আসে, হোলসেল দোকান থেকে আপনার পাশে থাকা দোকানে আসে, যে দোকান থেকে আপনি কাপড় ক্রয় করেছেন। এবার বলুন ওই কাপড় ক্রয় করার সময় যদি আপনি বলেন যে, দোকানদার ভাই! এই কাপড় টি আমার। কারণ আমার জন্যই কাপড় টি তৈরি করা হয়েছে। সুতরাং আমাকে আমার কাপড় দিয়ে দিন তৎসঙ্গে আমাকে হাজার টাকাও দিয়ে দিন। তাহলে ওই দোকানদার আপনার সম্মান কিভাবে করবে? কি জুতা দিয়ে আপনাকে পিটাবে না? কি আপনাকে লাঞ্ছিত করবে না? কি আপনাকে বোকা বা পাগল ভাববে না? কি আপনার কলার ধরে ধাক্কা দিয়ে দোকান থেকে বের করে দিবে না? অবশ্যই দিবে। কারন, যেখানে ওই কাপড় কে আপনার উপযোগী করার জন্য এতগুলো মানুষ ও এতগুলো জিনিসের মেহনত ও খাটুনি নিহিত ছিল সেখানে আপনার উচিত ছিল,

বা আপনার সদ্ব্যবহার তখন সেখানে সুস্পষ্ট এবং সঠিক প্রমাণিত হত যখন আপনি ভদ্র ভাবে কাপড়টাকে ক্রয় করতেন এবং কাপড়ের উচিত মূল্য প্রদান করে দোকানদারকে থ্যাংক ইউ অথবা শুকরিয়া জানিয়ে আপনি কাপড় বাড়িতে নিয়ে আসতেন এবং তা ব্যবহার করতেন। তদ্রুপ যে মেয়েকে আপনি নিজের স্ত্রী বলে দাবি করছেন, সেই মেয়েটি আপনার স্ত্রী হওয়ার যোগ্য এমনিতেই হয়নি। সেই মেয়েকে আপনার স্ত্রী হওয়ার উপযোগী ও উপযুক্ত করার জন্য অনেক মানুষের খাটুনি ও মেহনত নিহিত আছে। ওই স্ত্রীকে প্রায় দশ মাস আপনার শাশুড়ি পেটে ধারণ করেছেন, সেই মাসগুলোতে অনেক কষ্ট সহ্য করেছেন, বাচ্চা ভূমিষ্ঠ করার সময় অনেক ব্যথা বেদনা পেয়েছেন, বাচ্চা ভূমিষ্ঠ করার পর থেকেই তাকে লালনপালন এ নানান রকম কষ্ট, ব্যথা ও বেদনা সহ্য করেছেন, আপনার ওই স্ত্রী বাচ্চাকালে যদি বিছানায় পেশাব করেছেন তাহলে পেশাবের জায়গায় আপনার শাশুড়ি ঘুমিয়েছেন আপনার স্ত্রীর যেন কোন কষ্ট না হয় তাই তাকে শুকনো জায়গায় ঘুমাতে দিয়েছেন। সেই মেয়েকে আপনার উপযুক্ত করার জন্য আপনার শ্বশুর আব্বা অনেক মেহনত ও খাটুনি করে টাকা পয়সা ইনকাম করে তাকে ভালো ও সুশিক্ষা দিয়েছেন। তাকে দুনিয়া চলার জন্য যা প্রয়োজন তা কাকে প্রদান করেছেন। রাত্রের ঘুম হারাম করে জমিতে খাটুনি করেছেন শুধু আপনার স্ত্রীকে আপনার উপযুক্ত করে তোলার জন্য, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দিন দুপুরে কাজ করেছেন শুধু আপনার স্ত্রীকে আপনার উপযুক্ত করার জন্য। অনেক মানুষের সঙ্গে ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হয়েছেন শুধু আপনার স্ত্রীকে আপনার উপযুক্ত করার জন্য। আপনার ব্যবহারযোগ্য, উপযুক্ত ও উপযোগী করার জন্য আপনার শ্বশুর আব্বাকে অনেক দুঃখ, ব্যথা, বেদনা, জ্বালা, যন্ত্রণা ও কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে এবং অনেক মেহনত ও খাটুনি করতে হয়েছে। আপনার শ্বশুর আব্বা এসমস্ত দুঃখ, কষ্ট, মেহনত ও মজুরি করে আপনার স্ত্রীকে আপনার মত করে আপনার হাতে তুলে দিচ্ছেন সেই সময় যদি আপনি বলেন, শশুর আব্বা আমাকে আপনার কলিজার টুকরা ও আদরের কন্যা দেন এবং তৎসঙ্গে ১০ লাখ, ৫ লাখ বা দুই লাখ টাকাও দিতে হবে। তাহলে বলুন ওই শশুর আব্বা বা কন্যার বাবার হৃদয়ে কত বড় আগুন জ্বলবে, তার আত্মা কতটা কষ্ট পাবে, তার মন কতটা ভেঙ্গে পড়বে, তার হৃদয় কে কতটা আপনি ব্যথিত করবেন, এটা একবারও কি আপনি ভেবে দেখেছেন? তাছাড়া এই কাজটি করে আপনি কি সেই ব্যক্তির ন্যায় হয়ে গেলেন না? যে ব্যাক্তি দোকানদারকে গিয়ে বলেছিল যে, আমাকে আমার কাপড় দিন তৎসঙ্গে ১০০০ টাকাও দিয়ে দিন। কারণ পোশাকটাও আপনার এবং স্ত্রীও আপনার । পোশাক নেওয়ার সময় যদি টাকা দিতে হয় তাহলে স্ত্রীকে নেওয়ার সময়ো আপনাকে টাকা দিতে হবে। পোশাক নেওয়ার সময় যে টাকা দেওয়া হয়, তাকে বলা হয় মূল্য। কিন্তু স্ত্রীকে নেওয়ার সময় যেই টাকাটা দেওয়া হয়, সেই টাকাকে ইসলাম শরীয়তে বলা হয় 'মোহরানা'। এইজন্য মোহরানা দেওয়া হল আবশ্যিক। আর যদি সেখানে মোহরানার দিকে লক্ষ্য না করে আপনি যৌতুকের দিকে দৃষ্টিপাত করেন তাহলে, আপনাকে এই দুনিয়াতে যদিও লাঞ্ছিত না করা হয়, বঞ্চিত না করা হয়, অপমানিত না করা হয় ও আপনার কলার ধরে ধাক্কা না দেওয়া হয়। কিন্তু ইন্তেকাল করার পর অবশ্যই আল্লাহ তাআলা এক কন্যার পিতা কে লাঞ্ছিত করার কারণে এবং তার সমস্ত মেহনত ও খাটুনি কে ধুলিস্যাৎ করার কারণে, তার সমস্ত মেহনতের উচিত মূল্য না দেওয়ার কারণে অবশ্যই আপনাকে ধাক্কা দিয়ে জাহান্নামে ফেলে দেওয়া হবে, আপনাকে জাহান্নামে লাঞ্ছিত করা হবে, জান্নাত থেকে বঞ্চিত করা হবে। তাই মরনের সময় আসার আগেই শশুর আব্বার কাছে মাফ চেয়ে নিন এবং আল্লাহ তাআলার দরবারে বিনয়ের সহিত তওবা করে নিন। আর প্রতিজ্ঞা করুন, না আপনি যৌতুক নিবেন আর না আপনার সন্তানাদি যৌতুকের কোন চুক্তি করবে। আপনাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হবে যে, আমি যৌতুকের কথা মুখেই আনব না, বিনা যৌতুক চুক্তি করেই ছেলের, নিজের ভাইয়ের, নিজের চাচার এবং নিজের বিবাহ করব ও দেব। আর এর উপর আমল করলে সমাজ তখনই সত্যিকারের আলোর মুখ দেখতে সক্ষম হবে, কন্যা সন্তান অথবা মহিলাদের কে তাদের প্রাপ্য অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া হবে। এবং পেপার-পত্রিকায় যে সমস্ত দুর্ঘটনা পড়ে মানুষ ব্যথায় ব্যথিত হয় সে সমস্ত ঘটনা আর ছাপানোর প্রয়োজন পড়বে না।

উল্লেখ্য যে, বর্তমান সময়ে যৌতুক প্রথা কে বেশি হাওয়া দিচ্ছে শিক্ষিত সমাজেই। কারণ যারা যত বেশি শিক্ষিত তারা ততটাই বশি যৌতুক চুক্তি করছে অথবা যৌতুক পাওয়ার আশা রাখছে। আমার হৃদয় বলে, যদি শিক্ষিত সমাজ এ প্রসঙ্গে সচেতন হয় তাহলে, যৌতুক প্রথা কে সমাজ থেকে তুলে দিতে আমরা খুব সহজভাবেই সক্ষম হব।

হ্যাঁ! যদি কন্যার পিতা স্বেচ্ছায় সাধ্য মোতাবেক কোন জিনিস কন্যা অথবা জামাইকে উপহারস্বরূপ প্রদান করে তাহলে তা গ্রহণ করা হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর সুন্নত।

কারণ হযরত ফাতেমা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার বিয়েতেও নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম কিছু জিনিস প্রদান করেছিলেন যা নিম্নের হাদিস থেকে প্রতীয়মান হয়।

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَهَّزَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ فِي خَمِيلٍ وَقِرْبَةٍ وَوِسَادَةٍ حَشْوُهَا إِذْخِرٌ

অর্থাৎ:-আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহা-কে যাহিয দান করেছিলেন- একখানা চাদর। একটা পানির পাত্র (মশক) আর একটা বালিশ, যার ভিতরে ছিল ইযখির নামক তৃণ।

{সুনানে নাসাঈ হাদিস নং-৩৩৮৪}
{সুনানে কুবরা নাসাঈ হাদিস নং-৫৫৪৬}
{মুসনাদে আহমদ হাদিস নং-৬৪৩}
{সহীহ ইবনে হিব্বান হাদিস নং-৬৯৪৭}
{মুস্তাদরাক হাকিম হাদিস নং-২৭৫৫}
{শারহুস সুন্নাহ হাদিস নং-৪০৫০}
{আত তারগীব মুনযিরী হাদিস নং-৪৯৯৮}

ইমাম হাকিম রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন,

هذا حديث صحيح الاسناد

অর্থাৎ:-হাদীসটি সহীহ ও বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহ তাআলা সকল মুসলিম শিক্ষিত ভাইদের যৌতুক প্রথা বিলুপ্ত করার এবং সমাজকে যৌতুক মুক্ত করার শক্তি প্রদান করুন! আমীন! বি-জাহি সাইয়্যেদিল মুরসালীন আলাইহিস্ব স্বালাতু ওয়াত তাসলিম।

وماتوفيقى الا بالله العلى العظيم
وصلى الله على حبيبه الكر يم

বিয়েতে ডিমান্ড করা হারাম

বিয়েতে যৌতুকের ডিমান্ড এত ভারী হয়ে গেছে যে, মানুষ কন্যা সন্তান জন্ম দেওয়াকে ভারি মনে করছে। অন্ধকার যুগে যদি কারো বাড়িতে কন্যা সন্তান জন্ম হত তাহলে বাপের মুখ কালো হয়ে যেত। আজ আবার সেই যুগ ফিরে এসেছে। একাধিক কন্যা সন্তান জন্ম হলে বাপ, দাদু ও দাদীর সাথে আরও কিছু লোকের মুখ কালো হয়ে যায়। কাউকে বলে না পর্যন্ত। গরীব মানুষ মেয়ের বিয়ে দেওয়ার জন্য দিন-রাত পরিশ্রম করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে। শান্তিতে ঘুম পর্যন্ত হয় না। এইরকম বড় বড় ডিমান্ড করা কি অত্যাচার নয়? অত্যাচার তো বটেই বরং এটা ঘুষও, যা শরীআতের মধ্যে সমর্পণরূপে হারাম। হাদীস শরীফে রয়েছে: রাসূল সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘুষ প্রদানকারী ও ঘুষ আদায়কারী উভয়ের প্রতি লানত জানিয়েছেন।

(আবূ দাউদ, হাদীস: ৩৫৮০)

বিয়েতে ডিমান্ড করে টাকা, বাইক ইত্যাদি নেওয়া সম্পূর্ণরূপে নাজায়েয, হারাম ও জাহান্নামে যাওয়ার কাম। তবে হ্যাঁ, মেয়ের বাবা যদি নিজের ইচ্ছায় (না চাওয়াতেই) কিছু দেয় তাহলে নেওয়া জায়েয আছে।

(ফাতাওয়া ফেয়যুর রাসূল, খন্ড: ২, পৃষ্ঠা: ১০৪-১০৫)

কুরবানীর পরিবর্তে টাকা দান করার বিধান

মুফতী গুলজার আলী মিসবাহী হেমতাবাদ, উঃ দিনাজপুর ✷ সিনিয়র শিক্ষক ও ইফতা বিভাগের সদস্যঃ কালিয়াচক, খালতিপুর মাদ্রাসা, মালদা।

প্রশ্নঃ-কুরবানী না করে, কুরবানীর টাকা সাদকা করলে কুরবানী আদায় হবে কি-না?

উত্তরঃ- الجواب بعون الوهاب

কুরবানী না করে কুরবানীর পরিবর্তে টাকা দান করলে কুরবানী হবে না; বরং কুরবানীর দিনগুলোতে কুরবানী করাই জরুরী।

হাদীস শরীফে রয়েছে -

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَمَلاً أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هِرَاقَةِ دَمٍ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَظْلاَفِهَا وَأَشْعَارِهَا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا

অনুবাদঃ- হযরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেনঃ মানুষ ক্বোরবানীর ঈদের দিন এমন কোন নেক আমল করে না, যা রক্ত প্রবাহিত করার চেয়ে আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়। এ ক্বোরবানী ক্বিয়মত দিবসে স্বীয় শিং, পশম ও খুরসহ আসবে। আর রক্ত ভূমিতে পতিত হওয়ার পূর্বেই আল্লাহর দরবারে কবুল হয়ে যায়। সুতরাং আনন্দচিত্তে ক্বোরবানী করো।

(মিশকাত শরীফ, হাদীসঃ- ১৩৮৪)

উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় মুফাসসিরে ক্বোরআন হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নাঈমী রহমতুল্লাহি তা'আলা আলাইহি বলেনঃ

"এ থেকে বুঝা গেল যে, ক্বোরবানীর উদ্দেশ্য হল রক্ত প্রবাহিত করা; গোশত ভক্ষণ করা হোক কিংবা না-ই করা হোক। সুতরাং যদি কেউ ক্বোরবানীর পরিবর্তে তার মূল্য সাদকা করে দেয় কিংবা এর চেয়ে দ্বিগুণ-তিনগুণ টাকা বা গোশত দান করে দেয় তাহলে তার ক্বোরবানী মোটেই সম্পন্ন হবে না। আর এমন হবেও বা কেন? ক্বোরবানী হচ্ছে হযরত ইব্রাহিম খলিলুল্লাহ আলাইহিস সালামের কাজটি হুবাহ সম্পন্ন করা। তিনি রক্ত প্রবাহিত করেছিলেন। গোশত বা টাকা দান করেন নি। হুবহু কাজ তখনই সম্পন্ন হয় যখন তা আসল বা মূল কাজের অনুরুপ হয়। (মিরআতুল মানাজীহ শারহে মিশকাতুল মাসাবীহ (বাংলা) খন্ডঃ ২, পৃষ্ঠাঃ ৪৫১-৪৫২)

ফাতাওয়া আলমগীরী, কুরবানীর অধ্যায়ে রয়েছে -

لا يقوم غيرها مقامها في الوقت حتى لو تصدق بعين الشاة او قيمتها في الوقت لا يجزيه عن الاضحية.

অর্থাৎঃ- কুরবানীর দিনসমূহে কুরবানীর পরিবর্তে অন্য কোন জিনিস তার স্থলবর্তী বা প্রতিনিধি হতে পারে না।এমনকি কুরবানীর দিনসমূহে যদি কুরবানীর বকরী কিংবা তার মূল্য সাদকা করে দেয় তাহলে কুরবানী আদায় হবে না।

বাদায়েয়ুস সানায়ে নামক কিতাবে রয়েছে-

ومنها أن لا يقوم غيرها مقامها حتى لو تصدق بعين الشاة أو قيمتها في الوقت لا يجزيه عن الأضحية، لأن الواجب تعلق بالإراقة

অর্থাৎঃ- অন্য কোন জিনিস কুরবানীর স্থলবর্তী বা প্রতিনিধি হতে পারে না। কেউ যদি কুরবানীর দিনসমূহে কুরবানীর বকরী কিংবা তার মূল্য সাদকা করে দেয় তাহলে কুরবানী হবে না। কেননা, কুরবানীর দিনসমূহে জন্তুর রক্ত প্রবাহিত করাই ওয়াজিব বা জরুরী। (বাদায়েয়ুস সানায়ে খন্ডঃ৫, খন্ডঃ ৬৭)

বাহারে শরীয়ত এর মধ্যে রয়েছে-

"কুরবানীর সময়ে কুরবানী করাই অনিবার্য। অন্য কোন জিনিস তার স্থলবর্তী বা প্রতিনিধি হতে পারে না। যেমন- কুরবানী করার বদলে ছাগল অথবা তার পয়সা সদকা করে দেয়া, এটা যথেষ্ট নয়। তাতে প্রতিনিধিত্ব হতে পারে অর্থাৎ নিজে কুরবানী করা জরুরী নয়; বরং অন্যজন কে অনুমতি দিয়ে দিল, সে করে দিল, এটা হতে পারে। (বাহারে শরীয়ত, হিসসাঃ১৫, পৃষ্ঠাঃ ৩৩৫, দা'ওয়াতে ইসলামী)

ফাতাওয়া আমজাদীয়া নাকম কিতাবে রয়েছে-

"কুরবানীর বদলে যদি এই দিনগুলোতে শুধু একটি নয়; বরং কয়েকটি জন্তুর টাকা সাদকা করলেও কুরবানী আদায় হবে না, গুনাহগার হবে, যতক্ষণ পর্যন্ত সেই ওয়াজিব আদায় করবে না। বরং খোদ কুরবানীর পশু সাদকা করলেও দায়িত্ব থেকে বের হবে না। হ্যাঁ, যদি কুরবানীর দিনসমূহ পার হয়ে যায় আর সে কুরবানী না করে থাকে, তাহলে এখন কুরবানীর জন্তু অথবা তার মূল্য সদকা করতে হবে। (ফাতাওয়া আমজাদীয়া, খন্ডঃ ৩, পৃষ্ঠাঃ ৩১১)

واللہ تعالی اعلم بالصواب

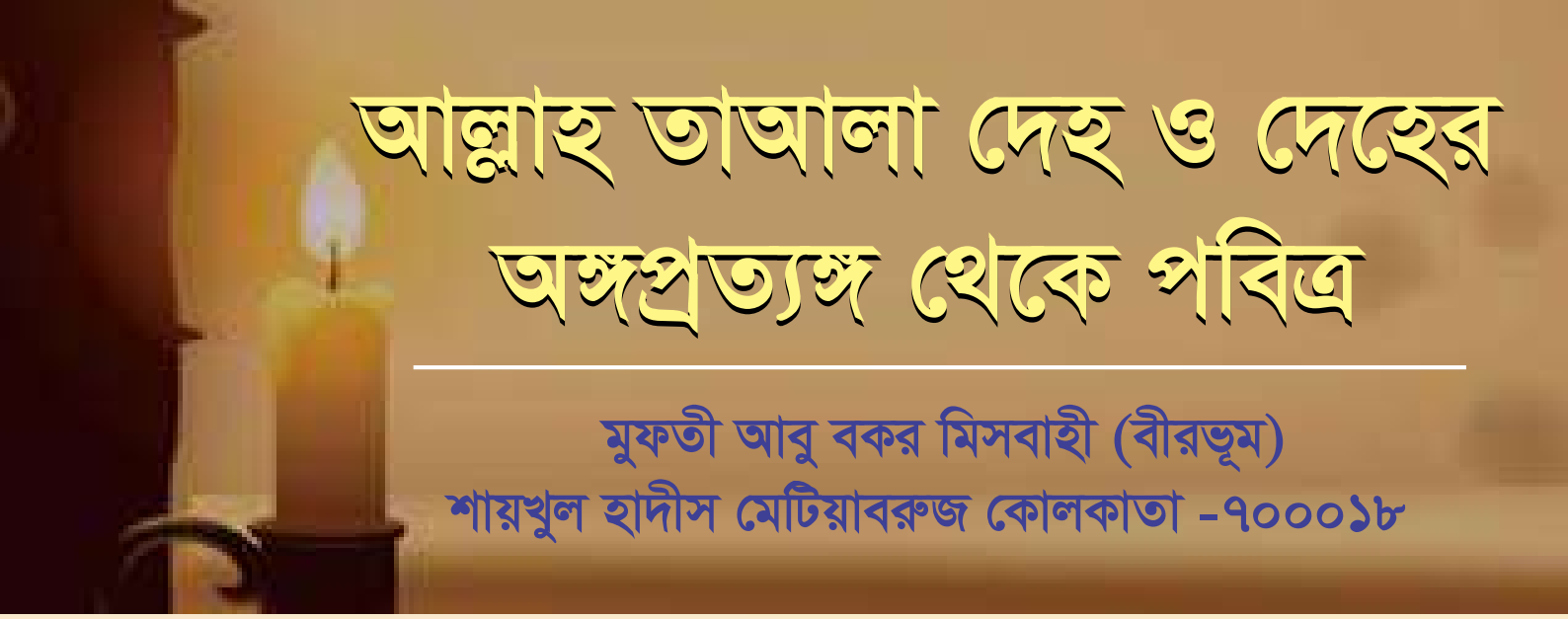

আল্লাহ তাআলা দেহ ও দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে পবিত্র

মুফতী আবু বকর মিসবাহী (বীরভূম)
শায়খুল হাদীস মেটিয়াবরুজ কোলকাতা -৭০০০১৮

পবিত্র কোরআনে আল্লাহর জন্য হাত, মুখ ইত্যাদির বিবরণ পাওয়া যায়, তার সঠিক ব্যাখ্যা কি?

তথাকথিত আহলে হাদিস, যারা পবিত্র কোরআনের কিছু আয়াতের অপব্যাখ্যা করে, আল্লাহ তাআলার প্রতি ভুল আক্বীদা পোষণ করে এবং জনগণের সামনে সেটি প্রচার-প্রসার করে। যেমন- তাদের প্রসিদ্ধ এক আলিম নবাব ওয়াহিদুজ্জামান খাঁন লিখেছেন :

اللہ تعالیٰ کے لئے اس کی ذات مقدس کے لائق بلاتشبیہ یہ اعضا ثابت ہیں چہرہ آنکھ ہاتھ مٹھی کلائی درمیانی انگلی کے وسط سے کہنی تک کا حصہ سینہ پہلو کوکھ پاؤں ٹانگ پنڈلی، دونوں بازو (ترجمہ ہدیۃ المہدی ص 27)

অর্থাৎ:- আল্লাহ তায়ালার জন্য তাঁর মহান সত্তার উপযুক্ত এই অঙ্গগুলি অতুলনীয়ভাবে প্রমাণিত হয়েছে: মুখ, চোখ, হাত, কব্জি, মধ্যমা আঙুলের মাঝখান থেকে কনুই পর্যন্ত অংশ, বুক, পাশ, পেট, পা, শিন, উভয় বাহু।নাউজুবিল্লাহি মিন যালিক

উক্ত অপব্যাখ্যার সঠিক সমাধান ও বিশুদ্ধ আক্বীদা নিম্নে উল্লেখ করা হলো- بسم الله الرحمن الرحيم

মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে এরশাদ করেন:-

هُوَ الَّذِيٓ أَنزَلَ عَلَيۡكَ ٱلۡكِتَٰبَ مِنۡهُ ءَايَٰتٞ مُّحۡكَمَٰتٌ هُنَّ أُمُّ ٱلۡكِتَٰبِ وَأُخَرُ مُتَشَٰبِهَٰتٞۖ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمۡ زَيۡغٞ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَٰبَهَ مِنۡهُ ٱبۡتِغَآءَ ٱلۡفِتۡنَةِ وَٱبۡتِغَآءَ تَأۡوِيلِهِۦۖ وَمَا يَعۡلَمُ تَأۡوِيلَهُۥٓ إِلَّا ٱللَّهُۗ وَٱلرَّٰسِخُونَ فِي ٱلۡعِلۡمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِۦ كُلّٞ مِّنۡ عِندِ رَبِّنَاۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّآ أُوْلُواْ ٱلۡأَلۡبَٰبِ

অনুবাদ:-তিনিই তোমার উপর এমন কিতাব নাযিল করেছেন, যার কতিপয় আয়াত মৌলিক-সুস্পষ্ট অর্থবোধক, এগুলো হল কিতাবের মূল আর অন্যগুলো পুরোপুরি স্পষ্ট নয়; কিন্তু যাদের অন্তরে বক্রতা আছে, তারা গোলযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে উক্ত আয়াতগুলোর অনুসরণ করে যেগুলো পুরোপুরি স্পষ্ট নয়। মূলত: এর মর্ম আল্লাহ ছাড়া কেউই জানে না। যারা জ্ঞানে সুগভীর তারা বলে যে, আমরা তার উপর ঈমান এনেছি, এ সবকিছুই আমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে এসেছে, মূলতঃ জ্ঞানবান ব্যক্তিরা ছাড়া কেউই নসীহত গ্রহণ করে না। (সূরা আল ইমরান, আয়াত নম্বর ৭)

পবিত্র কোরআনে দুই ধরনের আয়াত বিদ্যমান :-

১/ মুহকাম:- অর্থাৎ যে সমস্ত আয়াতগুলির অর্থ অস্পষ্ট নয়। আর যারা কুরআন বোঝার ক্ষমতা রাখে তারা সহজেই বুঝতে পারে।

২/ মোতাশাবিহ:- যে আয়াতগুলির প্রকাশ্য অর্থ বোঝাই যায় না, যেমন হুরুফে- মুকাত্তায়াত অর্থাৎ ওই সমস্ত অক্ষর যেগুলি কোন সূরার সূচনায় বিদ্যমান ।

যেমন সূরা বাকারার প্রারম্ভে রয়েছে - الٓمٓ

অথবা যে আয়াতগুলির প্রকাশ্য অর্থ বোঝা যায়, তবে সেগুলি উদ্দেশ্য হয় না । যেমন কোরআন শরীফে একাধিক জায়গায় আল্লাহ তায়ালার জন্য يد হাত,وجه মুখ এর কথা পাওয়া যায়। (তাফসীরে জালালাইন, তাফসীরে কাবীর,তাফসীরে বাইযাভী, তাফসীরে ইবনে কাসির প্রভৃতি)

এগুলির প্রকাশ্য অর্থ বোঝা তো যায়, কিন্তু মহান আল্লাহর ক্ষেত্রে এটা উদ্দেশ্য নেওয়া সম্ভব নয়। কারণ, এর প্রকৃত অর্থ উদ্দেশ্য নেওয়ার ক্ষেত্রে অনেক ধরনের অর্থের সম্ভাবনা রয়েছে ,আল্লাহ তাআলা কোন অর্থটি উদ্দেশ্য নিয়েছেন, তা বোঝা বান্দার পক্ষে সম্ভব নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত মহান আল্লাহ কোন বান্দাকে তার জ্ঞান প্রদান না করবেন। সুতরাং এর প্রকৃত অর্থ যেটা এখানে উদ্দেশ্য, একমাত্র আল্লাহ তা'আলা জানেন এবং আল্লাহ তা'য়ালা যাকে জ্ঞান দান করেছেন তিনিই অবগত।

উক্ত আয়াতের কিছু অংশের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হলো:-

فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمۡ زَيۡغٞ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَٰبَهَ مِنۡهُ ٱبۡتِغَآءَ ٱلۡفِتۡنَةِ وَٱبۡتِغَآءَ تَأۡوِيلِهِۦۖ

(কিন্তু যাদের অন্তরে বক্রতা আছে, তারা গোলযোগ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যে উক্ত আয়াতগুলোর অনুসরণ করে যেগুলো পুরোপুরি স্পষ্ট নয়।)

এখানে দুটি দল উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম দল হল বিপথগামী ও বাতিল লোক যারা নিজেদের খেয়াল-খুশিতে আবদ্ধ হয়ে উক্ত আয়াতের প্রকাশ্য অর্থ গ্রহণ করে, যা সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতা, ও কিছু ক্ষেত্রে কুফরী। বা এ ধরনের লোকেরা উক্ত আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা করে।

দ্বিতীয় দল হল প্রকৃত মোমিন-মুসলমানদের, যারা উক্ত আয়াতের অর্থ বোঝে বা নাও বোঝে, কিন্তু তারা বিশ্বাস করে যে, মুহকাম হোক অথবা মুতাশাবিহ সমগ্র কোরআন আমাদের মহান আল্লাহ তায়ালার কাছ থেকে এসেছে এবং আমরা এতে বিশ্বাস করি এবং তাঁর উক্ত আয়াতের অর্থ সত্য এবং তা মেনে চলাই প্রজ্ঞা।

তাফসীরে কাবীরে উল্লেখিত রয়েছে:-

اعْلَمْ أَنَّهُ تَعالى لَمّا بَيَّنَ أَنَّ الكِتابَ يَنْقَسِمُ إلى قِسْمَيْنِ مِنهُ مُحْكَمٌ ومِنهُ مُتَشابِهٌ بَيَّنَ أَنَّ أهْلَ الزَّيْغِ لا يَتَمَسَّكُونَ إلّا بِالمُتَشابِهِ

অনুবাদ:- জেনে রাখুন যে, আল্লাহ যখন স্পষ্ট করেছেন যে, কিতাব দুটি ভাগে বিভক্ত, মুতাশাবিহ (সাদৃশ্যপূর্ণ)এবং মুহকাম(স্পষ্ট), তখন তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, পথভ্রষ্ট ব্যক্তিরা কেবল মুতাশাবিহকেই আঁকড়ে ধরে।

(তাফসীরে কাবির উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা)

উক্ত ব্যাখ্যা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে ,মুতাশাবিহ আয়াতকে নিয়ে আপত্তিকর বক্তব্য তারাই দেয়, যাদের অন্তরে দুর্বলতা রয়েছে। وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ

(যারা জ্ঞানে সুগভীর)

হজরত আনাস বিন মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেছেন যে, রাসিখ ফিল-ইলম একজন বা-আমল(আমলকারী) আলেম যিনি তাঁর জ্ঞানের অনুসরণ করেন। মুফাসসিরদের একটি বক্তব্য হলো, জ্ঞানে সুগভীর তারাই যাদের মধ্যে এই চারটি গুণ রয়েছে, (১) খোদাভীরুতা, (২) মানুষের প্রতি নম্রতা, (৩) দুনিয়া থেকে তপস্বী হওয়া, (৪) নফসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম।.

(তাফসীরে খাযিন উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায়, খন্ড ১,পৃষ্ঠা ২৩২ তাফসীরে বাগাভী উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায়)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা বলতেন: আমি রাসিখ ফিল-ইলম (সু গভীর জ্ঞানের) অন্তর্ভুক্ত।

হযরত মুজাহিদ রহমাতুল্লাহি আলাই বলতেন: আমি ঐসব ব্যক্তিদেও অন্তর্ভুক্ত যারা মোতাশাবিহ আয়াতের ব্যাখ্যা থেকে অবগত।

(তাফসীরে কুরতুবী : উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায়, খন্ড ২, পৃষ্ঠা ১৫)

উক্ত ব্যাখ্যা থেকেও প্রতিয়মান হয় যে , মুতাশাবিহ আয়াতসমূহের সঠিক অর্থ ও ব্যাখ্যা একমাত্র আল্লাহ তা'আলা জানেন এবং আল্লাহ তায়ালা যে সকল প্রিয় বান্দাদেরকে তার সঠিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন তারাই জানেন।

মুতাশাবিহ আয়াত সম্পর্কে ইমাম জালাল উদ্দিন সিউতি রহমাতুল্লাহি আলাইহ লিখছেন:

وَجُمْهُورُ أَهْلِ السُّنَّةِ مِنْهُمُ السَّلَفُ وَأَهْلُ الْحَدِيثِ عَلَى الْإِيمَانِ بِهَا وَتَفْوِيضِ مَعْنَاهَا الْمُرَادِ مِنْهَا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَلَا نُفَسِّرُهَا مَعَ تَنْزِيهِنَا لَهُ عَنْ حَقِيقَتِهَا.

অর্থাৎ:-আহলে সুন্নাত ও জামাত তথা পূর্ববর্তী ওলামায়ে কেরাম ও মোহাদ্দিসীনে এজাম প্রত্যেকেই (মুতাশাবিহ) এর উপরে ঈমান এনেছেন এবং তার উদ্দেশ্য মূলক অর্থ আল্লাহপাকের কাছে অর্পণ করেছেন এবং আমরা আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালার পবিত্রতার উদ্দেশ্যে তার উদ্দেশ্যমূলক অর্থ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করি না।

আল্লাহর সাথে শরীর ও জায়গা সংযুক্ত কারীর উপরে চার ইমাম (ইমাম আজম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ ও ইমাম মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম) কুফরের ফতোয়া প্রদান করেছেন :-

واعلم أن القرافي وغيره حكوا عن الشافعي ومالك وأحمد وأبي حنيفة رضي الله عنهم القول بكفر القائلين بالجهة والتجسيم وهم حقيقون بذلك" اهـ(في المنهاج القويم على المقدمة الحضرمية في الفقه الشافعي لعبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر بافضل الحضرمي)

অনুবাদ:-একাধিক ফোক্বাহায়ে-কেরামগণ বর্ণনা করেছেন যে ,চার ইমাম (ইমাম আজম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ ও ইমাম মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম) কুফরের ফতোয়া প্রদান করেছেন ওই ব্যক্তির উপরে যে, আল্লাহর সাথে শরীর ও জায়গাকে যুক্ত করে।

কোরআনে যে সমস্ত জায়গায় মুতাশাবিহ আয়াত বিদ্যমান, সেগুলির অপব্যাখ্যা করলে কোরআনের অপর আয়াত অনুযায়ী ব্যাখ্যাকারের উপরে কুফরের ফতোয়া সাব্যস্ত হবে।

অতঃপর আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন :

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ

তাঁর মত কিছু নেই

(সূরা শুরা, আয়াত নম্বর ১১)

উপরোক্ত আয়াত অনুযায়ী আল্লাহর সাথে শরীর, মুখ হাত ইত্যাদি সংযুক্ত করলে তা সম্পূর্ণভাবে কোরআন বিরোধী হবে, যা প্রকাশ্য কুফরী।

নিম্নে এমন কিছু মুতাশাবিহ আয়াত উল্লেখ করা হলো। যেখানে কেউই অপব্যাখ্যা করেন নাই বরং উদ্দেশ্যমূলক অর্থ আল্লাহর দিকেই অর্পণ করেছেন :-

قُلْ اِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

অনুবাদ:-নিশ্চয় অনুগ্রহ আল্লাহর (কুদরতি)হাতে, তিনি যাকে চান, তা দান করেন। আর আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ'।

(সূরা শুরা , আয়াত : ৭৩)

তাফসীরে কাবীরে উল্লেখিত রয়েছে:-

بِيَدِ اللهِ أَيْ إِنَّهُ مَالِكٌ لَهُ قَادِرٌ عَلَيْهِ

অর্থাৎ:- আল্লাহর হাতে, অর্থাৎ তিনি এর মালিক এবং এর উপর ক্ষমতা রাখেন।

بَلْ يَدٰهُ مَبْسُوْطَتٰنِ ۙ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَآءُ

অর্থাৎ:- বরঞ্চ আল্লাহর দুই কুদরতের হাত উন্মুক্ত ।

(সূরা মায়িদাহ আয়াত নম্বর ৬৪)

তাফসীরে বাইজাভীতে রয়েছে:-

بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ثَنّى اليَدَ مُبالَغَةً فى الرَّدِّ ونَفْيِ البُخْلِ عَنْهُ تَعالى وإثْباتًا لِغايَةِ الجُودِ، فَإنَّ غايَةَ ما يَبْذُلُهُ السَّخِيُّ مِن مالِهِ أنْ يُعْطِيَهُ بِيَدَيْهِ، وتَنْبِيهًا عَلى مَنحِ الدُّنْيا والآخِرَةِ وعَلى ما يُعْطِي لِلِاسْتِدْراجِ وما يُعْطِي لِلْإكْرامِ

অর্থাৎ:- বরং তাঁর হাত উন্মুক্ত আছে। আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা তিনি হাত শব্দটি বলেছেন অতিরঞ্জিতভাবে জবাব দেওয়ার জন্য এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহর পক্ষ থেকে কৃপণতাকে অস্বীকার করেছেন এবং উদারতার লক্ষ্য নিশ্চিত করতে বলেছেন যে একজন উদার ব্যক্তি তার সম্পদ ব্যয় করে তার নিজের হাতে এটি ইহকাল এবং পরকালের অনুদান সম্পর্কে একটি সতর্কবাণী এবং মানুষকে আকৃষ্ট করার জন্য কী দেওয়া হয় এবং কী সম্মানের জন্য দেওয়া হয় সে সম্পর্কে।

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ۝ وَّيَبْقٰى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ ۝

অর্থাৎ:- পৃথিবীর সবই লয় হয়ে যাবে ,তবে তোমার প্রতিপালকের কুদরতের মুখমন্ডল বাকি থাকবে ।

(সূরা রহমান আয়াত -২৬,২৭)

তাফসীরে জালালাইনে রয়েছে :-

ويَبْقى وجه رَبّك ذاته

অর্থাৎ:- তোমার প্রতিপালকের মুখমণ্ডল বাকি থাকবে অর্থাৎ তাঁর মহান সত্তা

وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَالسَّمٰوٰتُ مَطْوِيّٰتٌۢ بِيَمِيْنِهٖ

অনুবাদ:- কিয়ামতের দিন সমগ্র পৃথিবী আল্লাহ তায়ালার কুদরতের হাতের মুঠোয় থাকবে ।

(সূরা জুমার আয়াত -৬৭)

তাফসীরে জালালাইনে রয়েছে:-

قَبْضَته أَيْ مَقْبُوضَة لَهُ أَيْ فِي مُلْكه وتَصَرُّفه

অর্থাৎ:- তাঁর হাতের মুঠোয়: অর্থাৎ তার মালিকানা এবং নিষ্পত্তিতে। وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا

অর্থাৎ:- তুমি আমার কুদরতি চোখের সামনে ও আমার ওহীর অনুসারে নৌকা তৈরী কর ।

(সূরা হুদ আয়াত -৩৭)

তাফসীরে জালালাইনে রয়েছে :-

﴿بِأَعْيُنِنا﴾ بِمَرْأًى مِنّا وحِفْظنا

অর্থাৎ:- আমার নিগরানিতে এবং সুরক্ষাতে

উপরোক্ত তাফসীর গুলো লক্ষ্য কওে দেখলেন যে, কোন মুফাস্সির মুতাশাবিহ আয়াতের প্রকাশ্য অর্থ দেখে ভুল ব্যাখ্যা করেন নাই ।

আমি দৈর্ঘ্যের কারণে সংক্ষিপ্ত তাফসীর উপস্থাপন করলাম। যেখানে হাত ,মুঠো ,মুখমন্ডল ,চক্ষু কুরআনের কোন জায়গায় আসবে তার অর্থ উপরে যেভাবে করা হয়েছে এভাবেই করতে হবে এটাই মুফাস্সিরীন , ফক্বীহগণের ,মহা মনীষীগণের মত ।

আমার এই সংক্ষিপ্ত লিখনী দ্বারা এটা অবশ্যই স্পষ্ট হলো যে, তথাকথিত আহলে হাদীস যারা বর্তমানে আল্লাহ তাআলার জন্য মিথ্যা ও ভুলভাবে হাত চোখ মুখ ইত্যাদি যুক্ত করে সেটা সম্পূর্ণভাবে ভুল ও কোরআন বিরোধী।

আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা আমাদের সকলকে সঠিকভাবে কোরআন বোঝার ও তার প্রতি আমল করার তৌফিক দান করুক। আমীন

পিতা মাতার আনুগত্য

ফাতাওয়া রাযাবিয়্যাহ থেকে দুটি ফাতওয়ার অনুবাদ

মুফতী আনজারুল ইসলাম মিসবাহী

(ইসলামপুর, মুর্শিদাবাদ)

প্রশ্নঃ-ওলামায়ে দ্বীন ও শরীয়ত বিশেষজ্ঞরা এই বিষয়ে কি বলেন; পিতা-মাতা ও বড় ভাইয়ের আনুগত্য করা ওয়াজিব নাকি ফরয? তারা যদি গুনাহে কাবিরা যেমন-ব্যাভিচার, চুরি, দাড়ি কাটা ইত্যাদিতে আসক্ত হয়, তাহলে কি তাদের আনুগত্য না করা ওয়াজিব? না এসব মন্দ কাজে আসক্ত জানা সত্ত্বেও তাদের আনুগত্য করার প্রয়োজন রয়েছে? তারা গুনাহে কবিরাতে আসক্ত থাকা অবস্থায় যদি ছেলে নিজ পিতাকে অথবা ছোট ভাই বড় ভাইকে বলে; দাড়ি কাটা, ব্যভিচার ও চুরি করা ছেড়ে দাও।তখন তারা উত্তরে যদি বলে, এ সমস্ত কাজ অবশ্যই করবো। তাহলে এই অবস্থাতেও কি তাদের আনুগত্য করতে হবে?

তারা যদি তৌবা করাকে অস্বীকার করে, তাহলে কাফের হবে, না হবে না?

উত্তরঃ জায়েয তথা বৈধ বিষয়গুলিতে পিতা-মাতার আনুগত্য করা ফরয। যদিওবা তারা কাবিরা (বড়ো) গুনাতে আসক্ত থাকে। তাদের গুনাহে আসক্ত হওয়ার ফল তারাই ভোগ করবে। কিন্তু কাবিরা গুনাহ্তে আসক্ত হওয়ার কারণে ছেলে নিজ পিতা-মাতার আনুগত্য প্রকাশ করা থেকে বিরত থাকতে পারবে না। তবে হ্যাঁ, তারা যদি কোন নাজায়েয তথা অবৈধ কাজের আদেশ দেয়, তাহলে এই বিষয়ে তাদের আনুগত্য করা জায়েয তথা বৈধ নয়।

হাদীস শরীফের মধ্যে বর্ণিত রয়েছেঃ

"لا طاعة لاحد في معصية الله"

অনুবাদঃ আল্লাহর অবাধ্যতায় কারো আনুগত্য অনস্বীকার্য।

(মুসনাদে আহমদ, হাদীস;২০৬৬১)

পিতা-মাতা যদি গোনাহ্ করে, তাহলে নম্র ও আদবের সহিত তাদেরকে বোঝাতে হবে, যদি মেনে নেয়, তাহলে খুবই ভালো আর যদি না মানে, তাহলে তাদের সঙ্গে কঠোরতা অবলম্বন করা থেকে বিরত থাকতে হবে। আর আল্লাহ্ তা'আলার দরবারে তাদের জন্য দোয়া করতে হবে।

তাদের অজ্ঞতামূলক উত্তর দেওয়া "আমি অবশ্যই করবো" অথবা তাওবা কে অস্বীকার করা অনেক বড় গুনাহ্ কিন্তু সাধারণত কুফরী হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত হারামকে হালাল না জানবে অথবা শরীয়তের কোন হুকুম বা আদেশের অস্বীকার অবমাননার উদ্দেশ্য না হবে। এসব কারণে তাদের আনুগত্য করা থেকে বিরত থাকা যাবে না।

বড় ভাই উপরোল্লেখিত হুকুমে পিতা-মাতার মতো নয়। তবে হ্যাঁ, বড় ভাইয়ের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে।শরীয়তের কোন কারণ ছাড়া কোন মুসলমানকেই কষ্ট দেওয়া হালাল নয়।।

{ফাতওয়া রাযাবিয়্যাহ, খন্ড -২১, পৃঃ ১৫৭}

২/প্রশ্নঃ পুত্র পিতার অবাধ্যতা অবলম্বন করতঃ পিতার সমস্ত সম্পদ নিজের অধীনে করে নিয়েছে। পিতার জীবনযাপন করার জন্য কোন কিছুই অবশিষ্ট রাখেনি বরং অনবরত পিতাকে অপমান-অপদস্থ করে আসছে। আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে পিতার মর্যাদা সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন। এ অবস্থাতে পিতার মর্যাদা সম্পর্কে আল্লাহর বর্ণনা অনুযায়ী সে কি আল্লাহর আদেশ অস্বীকারকারী হবে, না হবে না? এবং আল্লাহর কালাম তথা কুরআন মাজীদ অস্বীকার কারীর জন্য শরীয়তে কি নির্দেশনা রয়েছে? সে অর্থাৎ পুত্র পিতার অবাধ্যতার কারণে কেমন ধরনের গুনাহগার হবে?

উত্তরঃ- প্রশ্নে উল্লেখিত পুত্র সীমালংঘনকারী, অনেক বড় গুণাহগার এবং কঠিন শাস্তি ও আল্লাহ্ তা'য়ালার গজবের অধিকারী। পিতার অবাধ্য হওয়া মানে আল্লাহ্ তা'আলার অবাধ্য হওয়া এবং পিতা কে অসন্তুষ্ট করা মানেই আল্লাহ্ তা'য়ালাকে অসন্তুষ্ট করা। কেউ যদি পিতা-মাতাকে সন্তুষ্ট করে, তাহলে তারা তার জন্য জান্নাত আর যদি সে তাদেরকে অসন্তুষ্ট করে, তাহলে তারা তার জন্য জাহান্নাম। যতক্ষণ পর্যন্ত পুত্র পিতা-মাতাকে সন্তুষ্ট বা নিজের প্রতি খুশি না করতে পারবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার কোন ফরয, নফল,কোন ভাল আমল প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্ তা'য়ালার দরবারে গ্রহণযোগ্য হবে না। আখিরাতের আজাব ছাড়াও এই দুনিয়াতে বেঁচে থাকা অবস্থায় কঠিন থেকে কঠিনতর বিপদ-আপদে পতিত হবে। মৃত্যুর সময় (মাআ'যাল্লাহ) কালেমা পড়ার সৌভাগ্য না হওয়ারও আশঙ্কা রয়েছে।।

হাদিস শরীফের মধ্যে প্রিয় নবী স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

"رضاالله في رضاالوالدوسخط الله في سخط الوالد"

অনুবাদঃ- আল্লাহর সন্তুষ্টি পিতা সন্তুষ্টির মধ্যে নিহিত রয়েছে এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টি পিতার অসন্তুষ্টির মধ্যে রয়েছে। (তিরমিযী শরিফ, হাদীস-১৮৯৯)

আরো এক হাদিসের মধ্যে রসূলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, "هماجنتك ونارك"

অনুবাদঃ- পিতা-মাতা তোমার জন্য জান্নাত এবং তোমার জন্য জাহান্নাম।

(ইবনে মাজা শরীফ, হাদিস-৭৩৫)

পিতা মাতার অবাধ্য হওয়া সম্পর্কে অন্য এক হাদিসে আল্লাহর নবী স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন;

"ثلاثة لا يدخلون الجنة العاق لوالديه والديوث ورجلة النساء"

অনুবাদঃ- তিন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

১/-পিতা মাতার অবাধ্য সন্তান।

২/-দাইয়ুস।(যে ব্যক্তি তার স্ত্রী, বোন ও পরিবারের নারীদের অবাধ চলাফেরা, অশালীন জীবনযাপন ও পাপপূর্ণ জীবনাচার মেনে নেয় এবং তাদের এসব গর্হিত কাজ করা থেকে বাধা দেয় না, তাকে ইসলামের পরিভাষায় দাইয়ুস বলা হয়)।

৩/-ঐ মহিলা, যে ছেলেদের আকৃতি ধারণ কওে।

(নাসাঈ শরীফ হাদিস-২৫৬২)

৩অন্য এক হাদিসের মধ্যে বর্ণিত রয়েছে যে, রসূলুল্লাহ্ স্বল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম বলেন,

"كل الذنوب يؤخر الله منها إلي يوم القيامة الا عقوق الوالدين فان الله يعجله لصاحبه في الحياه قبل الممات،"

অনুবাদঃ- সমস্ত গুনাহের শাস্তি আল্লাহ্ চাইলে কেয়ামতের দিবসের জন্য স্থগিত রাখবেন। কিন্তু পিতা-মাতার অবাধ্যতার শাস্তি আল্লাহ তা'আলা দুনিয়াতে বেঁচে থাকা কালীন প্রদান করবেন।

(আবু দাউদ শরীফ, হাদীস-৪৯০২)

এই সমস্ত কর্মের জন্য পুত্র গোনাহ্গার হবে এবং এই সমস্ত কাজগুলি আল্লাহর হুকুম তথা আদেশের বিপরীত হবে কিন্তু তার জন্য আল্লাহ্ তা'য়ালার অস্বীকারকারী হবে না,যতক্ষণ পর্যন্ত এটা না বলবে যে,পিতার আনুগত্য করা শরীয়তে জরুরি নয় অথবা এটা মনে করবে যে, পিতাকে অপমান-অপদস্থ করা জায়েজ বা বৈধ। যে ব্যক্তি এমন বিশ্বাস রাখবে,সে নিঃসন্দেহে আল্লাহর দরবারে অস্বীকারকারী বলে বিবেচিত হবে।।

{ফাতাওয়া রাযাবিয়্যাহ, খন্ডঃ-২৪, পৃঃ-৩৮৪-৩৮৬}

ভুল ধারণা

বহু লোক মনে করে যে, কুরবানীর চাঁদ উঠার পর থেকে নিয়ে কুরবানী করা অবধি কোন রকমের পশু জবেহ করা নিষেধ। মাংস খাওয়া নিষেধ। এসব একেবারেই ভুল এবং ভিত্তিহীন কথা। যেরূপ ভাবে কুরবানীর চাঁদ উঠার আগে পশু জবেহ করে তার মাংস খাওয়া জায়েয ছিল তদ্রুপ ভাবে এখনো জায়েয আছে।

হজ্জের গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় মাসায়েল

[দ্বিতীয় ও শেষ পর্ব]

মুফতী শামসুদ্দোহা মিসবাহী
ফলতা, দঃ২৪পরগনা, পঃবঃ

হজ সম্পর্কিত গত পর্বে হজের ফযিলত ও তার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে । কোন পদ্ধতি অবলম্বন করলে আপনি পবিত্র ইসলাম ধর্মের নিয়মাবলী ও শর্তাবলির আলোকে সঠিকভাবে হজ সম্পন্ন করতে সক্ষম হবেন সেই সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে এই পর্বে যাতে হজ্জ সম্পর্কিত মাসায়েল না জানার কারণে আপনার মূল্যবান হজ ইবাদত বিফলে না যায় সুতরাং নিম্নে প্রদত্ত মাসায়েল মনোযোগ সহকারে অধ্যায়ন করে নিজের মূল্যবান হজ্জ ইবাদত সঠিকভাবে সম্পূর্ণ করুন।

হজ্ব ফরজ হওয়ার শর্ত সমূহঃ-

হজ ফরজ হওয়ার ৮টি শর্ত রয়েছে তার মধ্যে যদি কোন একটি না পাওয়া যায় তাহলে হজ্জ ফরজ হবেনা (১) মুসলমান হওয়া (২) দারুল হার্ব অর্থাৎ অমুসলিম দেশে মুসলিম ব্যক্তির জন্য এ কথার জ্ঞান রাখা যে হজ ইসলামের ফরজকৃত একটি ইবাদত (৩) প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া (৪) আক্কীল অর্থাৎ সুস্থ মস্তিষ্ক ও জ্ঞান সম্পন্ন হওয়া (৫) স্বাধীন হওয়া (৬) মধ্যম ধরনের ব্যয় হিসাবে হজ যাত্রার খরচ বহনের সামর্থ্য থাকা এবং আরোহণের সক্ষম হওয়া (৭)শারীরিকভাবে সুস্থ থাকা (৮) হজ্জের সময় হওয়া

(বাহারে শরীয়ত প্রথম খন্ড হজ্বের অধ্যায়)

হজ ওয়াজিব হওয়ার শর্ত

হজ ওয়াজিব হবার চারটি শর্ত আছে (১) রাস্তা নিরাপদ হওয়া (২) হজ পালনের ক্ষেত্রে মহিলাদের যদি মুসাফিরের পথ অতিক্রম করতে হয় তাহলে সেই নারীর সঙ্গে মুসলমান, আস্থাভাজন(মুহরীম), জ্ঞান সম্পন্ন, প্রাপ্তবয়স্ক, একজন পুরুষ থাকা অন্যথায় একাকী যাত্রার অনুমতি আছে (৩) হজ্ব যাত্রার সময় মহিলাদের কোনরকম ইদ্দাত অবস্থায় না থাকা (৪) বন্দী না হওয়া

হজের ফরজ

হজের ফরজ তিনটি (১) ইহরাম বাঁধা (নিয়তের সহিত তালবিয়া পাঠ করা) (২) উকুফে আরাফাত অর্থাৎ জিলহজ মাসের নয় তারিখে সূর্য পশ্চিমে অগ্রসর হওয়া থেকে নিয়ে দশ তারিখের ফজরের আগে পর্যন্ত যেকোনো সময় আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করা (৩)তাওয়াফে জিয়ারত (কাবা শরীফের তাওয়াফ করা)

(রদ্দুল মুহতার ২/৪৬৭)

হজ্জের ওয়াজিব সমূহ

হজের বিভিন্ন নিয়মাবলী পালনার্থে বহু ওয়াজিব রয়েছে।তন্মধ্যে হজের ৬ টি মূল ওয়াজিব সংক্ষিপ্ত আকারে উল্লেখ করা হলো

(১) উকুফে মুযদালিফা অর্থাৎ ১০ জিলহজ্জ সুবহে সাদিকের পর হতে সূর্যোদয় পর্যন্ত স্বল্প সময় হলেও মুযদালিফায় অবস্থান করা (২) সাফা-মারওয়ার মাঝে সায়ী করা (চক্কর লাগানো) (৩) নির্দিষ্ট দিন গুলিতে জামরাতে রামী অর্থাৎ কংকর নিক্ষেপ করা (৪) তামাত্তু ও কিরান হজ কারীর জন্য দমে শুক্র(শুকরিয়ার দম) অর্থাৎ কোরবানি করা (৫) মাথার চুল মুন্ডন করা বা কাটা (৬) মিক্বাতের বাহির থেকে আগত লোকেদের জন্য তাওয়াফে বিদা (বিদায়ী তাওয়াফ) করা ।

(বাহারে শরীয়ত , প্রথম খন্ড হজ অধ্যায়)

বিঃদ্রঃ- প্রিয় পাঠকগণ! একটি বিষয় সর্বদা মনে রাখবেন যে জেনে বুঝে বা ভুলেও যদি কোন ওয়াজিব ছেরে যায় অথবা হজ্বের নিষেধাজ্ঞা না মানায় আপনার উপর তার কাফ্ফরা স্বরূপ দম অর্থাৎ কোরবানি ও সাদাকা ওয়াজিব হয়ে যাবে সুতরাং হজ সম্পর্কিত সমস্ত মাসায়েল পরিপূর্ণ জেনে তার ওপরে আমল করার যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন ।

হজ্জের প্রকারভেদ

হজ্জ তিন প্রকারঃ- (১) তামাত্তু হজ্জ (২) ইফরাদ হজ্জ (৩) কিরান হজ্জ

(১)তামাত্তু হজঃ- মিক্বাত অতিক্রম এর পূর্বে শুধু উমরার নিয়তে ইহরাম বেঁধে মক্কা মুকাররামাই পৌঁছে উমরার কাজ সম্পাদন করে চুল কেটে এহরাম মুক্ত হয়ে যাওয়া অতঃপর

এই সফরেই ৮ যিলহজ্জে ইহরাম বেঁধে হজ কার্য সম্পাদন করা।

(২)ইফরাদ হজ্জঃ- মিক্বাত অতিক্রম এর পূর্বে শুধু হজের নিয়তে ইহরাম বেঁধে মক্কা শরীফ পৌঁছে (উমরা না করা বরং তাওয়াফে কুদুম করে মুস্তাহাব তাওয়াফ করা)ইহরাম অবস্থায় হজের জন্য অপেক্ষা করতে থাকা।

(৩) কিরান হজ্জঃ- মিক্বাত অতিক্রম এর পূর্বে একই সাথে উমরাহ ও হজ্জের নিয়তে ইহরাম বেঁধে উক্ত ইহরামে উমরাহ ও হজ উভয়কে পালন করা । অথবা মক্কা শরীফ পৌঁছে প্রথমে উমরাহ করা অতঃপর ওই ইহরাম অবস্থায় হজ্জের জন্য অপেক্ষা করতে থাকা এবং হজ্জের সময় হজ করা।

নোটঃ- মনে রাখবেন সব থেকে উত্তম হজ্জ কিরান তারপর তামাত্তু ও শেষে ইফরাদ। তামাত্ত ও কেরান পালনকারীর উপর ১০ তারিখের কংকর নিক্ষেপ করার পর আল্লাহর শুকরিয়ার আদায়ের উদ্দেশ্যে কোরবানি করা ওয়াজিব যা হারামের মধ্যে করা অনিবার্য সুতরাং আপনারা দশ তারিখে কংকর নিক্ষেপ করার পরেই কোরবানি করবেন কেননা হজ কমিটি উক্ত কোরবানির জন্য আলাদাভাবে টাকা নিয়ে নেয় এবং তাদের সময় মত তারা কোরবানি করে থাকে যদি আপনার কংকার নিক্ষেপ করার আগেই তাহারা কোরবানি করে দেয় তাহলে আপনার ওয়াজিব আদায় হবে না সুতরাং এর জন্য আপনাকে আলাদাভাবেও কোরবানির ব্যবস্থা করতে হবে ।

ইহরাম বাধার নিয়ম ও তার প্রয়োজনীয় মাসায়েল

হজ্জ অথবা উমরার নিয়তে তালবিয়া পড়লেই এহরাম সম্পন্ন হয়ে যায়। তবে সুন্নত পদ্ধতি হল :-

*গোঁফ নক অন্যান্য অবাঞ্ছি ছেঁটে বা কেটে পরিষ্কার করে উত্তমরূপে গোসল করা গোসল সম্ভব না হলে ওজু করা। ঋতুমতী মহিলাদের জন্য ইহরামের আগে গোসল করা মুস্তাহাব ।

*পুরুষগণ দুটি নতুন বা পুরাতন ধৌত সাদা চাদর নিয়ে একটি লুঙ্গি ও দ্বিতীয়টি চাদর হিসেবে ব্যবহার করবে। পায়ের পাতার উঁচু অংশ খোলা থাকবে এমন চপ্পল ও স্যান্ডেল ব্যবহার করতে পারবে। মহিলা গন স্বাভাবিক কাপড় পড়বে তারা এহরাম অবস্থায় জুতো মজা ব্যবহার করতে পারবে ।

(বাহারে শরীয়ত প্রথম খন্ড হজের অধ্যায়)

নিয়তঃ- যে যেমন হজ পালনের উদ্দেশ্যে উপস্থিত হয়েছে সে সেরকম হজের উদ্দেশ্যে নিয়েত করবে যেমন তামাত্তুকারী শুধু উমরাহ ইফরাদকারী শুধু হজের এবং কিরানকারী হজ ও উমরাহ উভয়ের নিয়ত করে তালবিয়া পাঠ করবে ।

তালবিয়া হল

لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك

والملك لا شريك لك

উচ্চারণঃ-লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক লাব্বাইকা লা শারিকা লাকা লাব্বাইক ইন্নাল হামদা অন্নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক লা শারিকা লাকা।

ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কিছু কাজ

ইহরাম অবস্থায় বহু কাজ নিষিদ্ধ ও হারাম হয়ে যায় তার মধ্যে কিছু উল্লেখ করা হল

(১)স্বামী স্ত্রীর বিশেষ সম্পর্ক স্থাপন করা (২)অশ্লীল কথাবার্তা গুনাহের কাজ করা পূর্বেও হারাম ছিল কিন্তু এখন তার কঠোরতা আরো বৃদ্ধি পেয়ে যায় (৩)পুরুষের জন্য মাথা ও চেহারা ঢাকা নিষিদ্ধ মহিলাদের জন্য কেবলমাত্র চেহারায় কাপড় স্পর্শ করা নিষিদ্ধ (৪)ইহরাম অবস্থায় কোনো রকম সুগন্ধি বা সুগন্ধিযুক্ত তেল ক্রিম ইত্যাদি ব্যবহার করা যাবে না (৫)শরীরের কোন স্থানের চুল পশম ও নখ কাটা নিষেধ (৬)কোন বন্য পশুর শিকার বা তাতে শারীরিক সহযোগিতা করা নিষেধ ।

একটি নিষেধাজ্ঞাঃ- পর নারীকে কুদৃষ্টিতে দেখা খুবই বড় একটি গুনাহের কাজ যদি আবার তা মক্কা শরীফে এহরাম অবস্থায় কাবা শরীফ তাওয়াফের সময় হয় তাহলে তার কঠোরতা আরো বেশি হয়ে যায়। হজের সময় মহিলাদের আদেশ দেওয়া হয়েছে তারা যেন নিজের মুখকে কাপড় দিয়ে আবৃত না করে এবং পুরুষদেরকে আদেশ দেওয়া হয়েছে তারা যেন নিজে দৃষ্টির হিফাজত করে। মনে রাখবেন আপনি ও অপর নরনারী সকলেই আল্লাহর উদ্দেশ্যে তাঁর দরবারে উপস্থিত এবং তাঁরই আদেশ পালনার্থে মহিলাগণ নিজের মুখ পর্দাহীন রেখেছেন সুতরাং ওই সময় কেউ কুদৃষ্টির গুনাহে লিপ্ত হবেন না । যদি কারো কোলে বাঘের বাচ্চা থাকে তাহলে সে কি অপরের প্রতি দৃষ্টিপাত করার কথা ও ভাববে অবশ্যই না সুতরাং আল্লাহর ভয় মনে রেখে সমস্ত গুনাহ থেকে বিরত থেকে নিজের হজ্জ পালন করুন মনে রাখবেন হারাম শরীফে যেমন এক একটি নেকি লক্ষ কোটি নেকিতে পরিবর্তন হয়ে যায় তেমনই একটি ছোট গুনাহ ও লাখ লাখ গুনাহর সমতুল্য হয়ে যায় সুতরাং খুব সাবধান। (বাহারে শরিয়ত থেকে সংগ্রহ)

প্রিয় পাঠক বন্ধুঃ- হজ বিস্তারিত একটি বিষয় যার প্রতিটি অংশ নিয়ে আলোচনা করা ও তার মাসায়েল উল্লেখ করা এই সংক্ষিপ্ত লেখনীর মধ্যে সম্ভব নয় । লেখনীটি সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপন করার বহু প্রচেষ্টা চালানোর পরও দীর্ঘ আকার ধারণ করেছে সুতরাং এখানেই উক্ত বিষয়টি সমাপ্তি ঘটালাম। উক্ত বিষয়গুলি সম্মুখে রেখে নিজের মূল্যবান হজ্জ ইবাদত সম্পন্ন করার চেষ্টা করবেন এবং উক্ত বিষয় সম্পর্কে যদি কোন কিছু জানার থাকে তাহলে ৭০২৯২১০৭৪৪ এই নম্বরে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন অথবা পত্রিকার শেষ পৃষ্ঠায় দেওয়া যোগাযোগ নম্বরের মাধ্যমে মুফতীগণের সাথে যোগাযোগ করে নিজ সমস্যার সমাধান করতে পারেন। জাযাকাল্লাহ

আমীরে মুয়াবিয়া রাদিআল্লাহু আনহু কি রসূলের সুন্নত পরিবর্তন করেছিলেন? শিয়াদের এই আপত্তির বাস্তবতা কি?

সৈয়দ শাহ গোলাম ইস্তেরশাদ আলী আল কাদরী মারকাজী
খিদিরপুর দরবার শরীফ, কোলকাতা

শিয়া সম্প্রদায় কিংবা তাদের দ্বারা প্রভাবিত মানুষজন আমীর মুয়াবিয়া রাদিআল্লাহু আনহু কে আক্রমণকরতে কোন রকমই সুযোগ ছাড়ে না। তাই তাদের পক্ষ থেকে অবিরাম নিত্যনতুন আপত্তি চলতেই থাকে। ফলে তারা তাঁর বিরুদ্ধে আপত্তি ও অভিযোগের লম্বা একটি তালিকা গঠন করে ফেলেছে? তন্মধ্যে একটি এই যে তিনি শাসনভার পেয়ে আল্লাহর রসুলের সুন্নতকে পরিবর্তন করে দিয়েছিলেন। তাহারা নিজেদের এইজঘন্য অভিযোগ সাব্যস্ত করার জন্য প্রিয় নবীর হাদিস ব্যবহার করে থাকে । যেমণ হাদিসে রয়েছে,

حَدَّثَنَا هَوْذَةُ بْنُ خَلِيفَةَ عَنْ أَبِي خَلْدَةَ عَنْ عَوْفٍ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «أَوَّلُ مَنْ يُبَدِّلُ سُنَّتِي رَجُلٌ مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ»

হজরতে আবু জার হইতে বর্ণিত :তিনি বলেন আমি আল্লাহর রসুল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন, সর্বপ্রথম যে ব্যক্তি আমার সুন্নত কে পরিবর্তন করবে, সে বানু উমাইয়াহর(উমাইয়া গোত্রের) মধ্যে থেকে একজন হবে।

(মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবাহ, খন্ড-৭, পৃষ্ঠা২৬০, হাদিস নং-৩৫৮৭৭)

শিয়াদের মতে হাদিসে উল্লেখিত বনু উমাইয়ার ব্যক্তিটি হলেন আমীর মুয়াবিয়া রাদিআল্লাহু আনহু , যিনি নিজের শাসনকালে বহু সুন্নত পরিবর্তন করে ফেলেছিলেন। তার মধ্যে অন্যতম হল নিম্নোক্ত আপত্তিটি,

أنه صلى بهم عند مسيرهم إلى صفين الجمعة في يوم الأربعاء

তিনি সিফফিনের দিকে যাওয়ার পথে তাদের সাথে বুধবারের দিন জুমার সালাত আদায় করেছিলেন।

(আল্লামা মাসুদি, মুরুজুজ জাহাব,পৃষ্ঠা-৩৬২)

(সিবতে ইবনে জওজি, তাজকিরাতুল খাওয়াস, পৃষ্ঠা-৮০)

উক্ত বর্ণনার আলোকে শিয়ারা তাঁকে বুধবার জুমা আদায়কারী এবং আল্লাহর ফরজ ও রসূলের সুন্নত কে পরিবর্তনকারী হিসাবে দায় ভুক্ত করে। এবং আমীরে মুয়াবিয়া যে রসূলের সুন্নত পরিবর্তনকারী উমাইয়া বংশের সেই ব্যক্তি উক্ত বর্ণনা দ্বারা তা প্রমাণ করার অপচেষ্টা করে।

আমাদের জবাবঃ- প্রথমত, শিয়া ও তাদের অনুসারীদের নিকট আমাদের প্রশ্ন যে ,তারা তাদের আপত্তির সমর্থনে যে বর্ণনাটি উল্লেখ করে তার সনদ গত ভিত্তি কি? তারা কি উক্ত বর্ননার সঠিক কোনসনদ পেশ করতে সক্ষম হবে? আমি নিশ্চিত তারা কখনই পারবেনা। তারা কেন এই বাস্তবতা বোঝার চেষ্টা করেনা যে ইসলামই এমন একমাত্র ধর্ম যার ধর্মীয় রীতিনীতি ও তার বিধানগত বিষয়গুলি সনদ ও সূত্রের মাধ্যমে সংরক্ষিত করা আছে।কেননা সনদ গঠিত হয় রাবি তথা বর্ণনা কারীর তালিকা দিয়ে যা একধরণের সাক্ষির প্রক্রিয়া বিশেষ।যেহেতুপ্রত্যেক খবর প্রমাণ স্বরূপ গন্য হওয়ার জন্য সাক্ষির প্রয়োজনপড়ে সেহেতু যে ,কোন বর্ণিত বিষয়ের জন্যও সাক্ষীবাধ্যতামূলক।কেননা সেগুলিও একধরনের খবর। সুতরাং খবর মৌখিক হোক কিংবা লিখিত তার জন্য সাক্ষী পেশ করা বাধ্যতামূলক। আর যেহেতু কোন ঐতিহাসিকই বর্ণিত ঘটনার যূগের নয়। তাই তাদের জন্যবাধ্যতামূলক সেই ব্যাপারে প্রতক্ষ্য সাক্ষী পেশ করা ও তারথেকে সেই ঐতিহাসিক পর্যন্ত সাক্ষী ও বর্ণনাকারীদের তালিকা পেশ করা যেসূত্রে তিনি খবরটি পেয়েছেন । যা সনদ আকারেই পেশ করাসম্ভব হবে নাহলে নয় ।সনদ বা রাবির তালিকাই একমাত্র পন্থা, যার দ্বারা এক যূগের খবরকে তার বহু পরের যুগে প্রমাণ আকারে পৌছানো যায়। আহলে কিতাবগন (পবিত্র কোরআনের পূর্বের অবতীর্ণ কিতাবের উপর আস্থা সম্পন্ন কারী)

সনদের বিষয়ে যথেষ্ট উদাসীন ছিল, ফলে তাদের কাছে তাদের নবীদের থেকে বিশুদ্ধ কোনো কিছুই সংরক্ষিত থাকেনি। এমনকি তাদের আসমানি কিতাবসমূহও বিকৃতির শিকার হয়েছে।সনদ না থাকলে খবর বিকৃত হওয়ার সম্ভবনা থেকে যায় ।কেননা সনদ বা সাক্ষী ছাড়া যা খুশি তা বানিয়ে লেখা বা বলার সুযোগ বেড়ে যায়। যেমন এই বিষয়ে ইমাম মুসলিম তার মুকাদ্দামায় আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারকরের অভিমত পেশ করতে গিয়ে লেখেন

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُهْزَاذَ - مِنْ أَهْلِ مَرْوَ - قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَانَ بْنَ عُثْمَانَ، يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ الْمُبَارَكِ، يَقُولُ الْإِسْنَادُ مِنَ الدِّينِ وَلَوْلَا الْإِسْنَادُ لَقَالَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ.

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنِي الْعَبَّاسُ بْنُ أَبِي رِزْمَةَ، قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ، يَقُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْقَوَائِمُ. يَعْنِي الْإِسْنَادَ.

আব্দান বিন উসমান বলেন 'আবদুল্লাহ ইবনে মুবারাককে বলতে শুনেছি তিনি বলেছেন, সনদ হল দীনের অন্তর্ভুক্ত ।যদি সনদ না থাকতো তাহলে যার যা ইচ্ছা তাই বলতো ।আব্দুল্লাহ বিন আবু রিজমা বলেন আমি 'আবদুল্লাহ ইবনে মুবারাক কে বলতে শুনেছি , তিনি বলেন, আমাদের ও লোকদের মাঝখানে রয়েছে সিড়ি অর্থাৎ সনদ।

এবং সুফিয়ান সাওরী বলেনঃ

أَخبرنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْمُقْرِءُ ، حدثني أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْفَقِيهُ ، حدثني الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَرَجِ ، حدثني عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ حَسَّانٍ ، قَالَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ ، يَقُولُ : "الْإِسْنَادُ سِلَاحُ الْمُؤْمِنِ ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُ سِلَاحٌ ، فَبِأَيِّ شَيْءٍ يُقَاتِلُ ؟"

আব্দুস সামাদ বিন হাসসান বলেন আমি সুফিয়ান শুরি কে বলতে শুনেছি তিনি বলেন সনদ হলো মুমিনের হাতিয়ার যদি তাদের নিকট হাতিয়ারই না থাকে, তাহলে কী দ্বারা সে যুদ্ধকরবে?

তাছাড়া ঐতিহাসিকদের ঘাড়ে বন্দুক রেখে নিজেদের উদ্দেশ্যপুরণ করতে চাইলেই তা গ্রহণযোগ্য হবে এমন কোন শর্ত নায়। কেননা আমরা জানি তারা কি উদ্দেশ্যে কোন বর্ণনা কে নিজ গ্রন্থে উল্লেখ করেন। ঐতিহাসিক গ্রন্থ , সিরাত গ্রন্থ কিংবা অন্য কোন ব্যখ্যার গ্রন্থে যখন কোন বিষয় আলোচিত হয় সেই বিষয়ে সম্পৃক্ত যা যা বর্ণনা তারা পান তা লিপিবদ্ধ করেন। তাদের উদ্দেশ্য দলিল দেওয়া নয় বরং আলোচ্য বিষয় সম্পর্কিত সমস্ত জিনিস কে সংগ্রহকরা মাত্র যে, এই বিষয়ে এই এই বর্ণনা পাওয়া গেছে।

দ্বিতীয়ত, একদিকে তো বর্ণনাটির কোন সনদ নেই উপরন্তু দুইগ্রন্থের লেখক শিয়া মতাদর্শের। সে মাসুদি হোক কিংবা সিবতে ইবনে জওজি।

ইমাম তাজুদ্দিন সুবকি, মাসু'দি সম্পর্কে লিখতে গিয়ে বলেন,

علي بن الحسين بن علي المسعودي صاحب التواريخ كتاب مروج الذهب في أخبار الدنيا و كتاب ذخائر العلوم و كتاب الاستذكار لما مر من الأعصار و كتاب التاريخ في أخبار الأمم و كتاب أخبار الخوارج و كتاب المقالات في أصول الديانات و كتاب الرسائل وغير ذلك. قيل إنهم ذرية عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. أصله من بغداد وأقام بها زمانا وبمصر أكثر. وكان أخباريا مفتيا علامة صاحب ملح وغرائب سمع من نفطويه وابن زبر القاضي وغيرهما ورحل إلى البصرة فلقيها أبا خليفة الجمحي. وقيل إنه كان معتزلي العقيدة مات سنة خمس وأربعين أو ست وأربعين

আলি বিন হুসাইন বিন আলী মাসু'দি একজন ঐতিহাসিকবিদ ছিলেন তার কিতাবগুলি হল, মুরুজুজ জাহাব ফি আখবাররুদুনিয়া, জাখাইরুল উলুম, আল ইস্তজকার লিমা মাররামিনাল আ'সার, আল তারিখ ফি আখবার আল ইমাম, আখবারুল খাওয়ারিজ, কিতাবুল মুকালাত ফি উসুলুদদুনিয়াত, কিতাবুর রিসাইল ও আরো অন্যান্য কিতাব ।কথিত আছে তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ রাদিআল্লাহু আনহুর বংশধর। তার জন্মস্থল বাগদাদ এবং সেখানে কিছু সময় থেকেছেন এবং মিসরে (থেকেছেন) অধিকাংশ সময়। তিনি ছিলেন আখবারি শিয়া ফিরকার মুফতি, ভাঁড় প্রকৃতির মানুষএবং তোলাবাজ দের থেকে আজগুবি বর্ণনা শ্রবণকারী। ইবনে জাবার আল কাজি আরো অন্যান্য ও তিনি বাসরার দিকে ভ্রমনে যান এবং আবু খালিফা আলজাহমির সাথে সাক্ষাৎকরেন।

কথিত আছে তিনি মু'তাজিলা আকিদার ছিলেন। তিনি তিনশো পঁয়তাল্লিশ কিংবা তিনশো ছেচল্লিশ হিজরী তে ইন্তেকাল করেন।

(ইমাম তাজুদ্দিন সুবকি, তাবকাতুল শাফিয়াতিল কুবরা, পৃষ্ঠা:-)

ইমাম ইবনে হাজার আস্কালানী মাসু'দি সম্পর্কে বলেনঃ

مات بها في سنة ست وأربعين وثلاث مائة وكتبه طافحة بأنه كان شيعيا متعزليا

তিনি তিনশো ছেচল্লিশ হিজরিতে ইন্তেকাল করেছেন। তিনি প্রচুরপরিমানে লেখালেখিও করেছেন এবং তিনি একজন শিয়া মু'তাজালি মতাদর্শের ছিলেন

(ইবনে হাজার আস্কালানী, লিসানুল মিজান,পৃষ্ঠা-২২৫)

এবং ইবনে হাজার সিবতে ইবনে জওজি সম্পর্কে লেখেনঃ

قال الشيخ محي الدين السوسي لما بلغ جدي موت سبط ابن الجوزي قال لا رحمه الله كان رافضي

শাইখ মহিউদ্দিন সুসি বলেন যখন আমার দাদা সিবতে ইবনে জওজির মৃত্যুতে পৌঁছলেন (অর্থাৎ মৃত্যুর খবর পৌঁছালো) তিনি বলে উঠলেন আল্লাহ তারউপর রহম না করুক সে একজন রাফজি ছিল।

(লিসানুল মিজান, খন্ড-৬, পৃষ্ঠা-৩২৮)

শিয়াদের দ্বিতীয় অভিযোগঃ أَوَّلُ مَنْ خَطَبَ قَاعِدًا مُعَاوِيَةُ

যে সর্বপ্রথম বসে খুতবা দিয়েছিলেন তিনি হলেন মুয়াবিয়া। এক্ষেত্রে শিয়াদের অভিযোগ আমীরে মুয়াবিয়াই প্রথম ব্যক্তি যিনি জুমার খুতবা বসে দেওয়ার প্রথা চালু করেছিলেন। যা তারকর্তৃক একধরনের বিদা'তের সূচনা হয়েছিল।

আমাদের জবাবঃ- উক্ত বর্ণনা তারা যখন পেশ করে তখন বর্ণনাটি সম্পুর্ণরুপে পেশ করে না? যা তাদের চিরকালের স্বভাব।তারা আসলে প্রতারণা করে বর্ণনাটি কাটছাট করে পেশকরে। অথচ পুরো বর্ণনা পড়লে বোঝা যায় তাঁর শারীরিক সমস্যার কারণে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়াতে সমস্যা হতো তাই তিনি বসেখুতবা দিয়েছেন। এমনকি তার কারণে তিনি মুসল্লিদের নিকটক্ষমাও চেয়ে নিয়েছেন। যেমনটি বর্ণিত রয়েছেঃ

حَدَّثَنَا ابْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ بْنُ يُونُسَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، أَوَّلُ مَنْ خَطَبَ قَاعِدًا مُعَاوِيَةُ، قَالَ: ثُمَّ اعْتَذَرَ إِلَى النَّاسِ ثُمَّ قَالَ: «إِنِّي أَشْتَكِي قَدَمِي»

হাদিস বর্ণনা করেছেন ইবনে আদাম তিনি বলেন আমাকে হাদিস বর্ণনা করেছেন ইসরাঈল বিন ইউনুস। তিনি বলেন আবু ইসহাক হইতে বর্ণিত তিনি বলেন সর্বপ্রথম বসে যিনি খোতবা দিয়েছেন তিনি মুয়াবিয়া। রাবি বলেন, তিনি(মুয়াবিয়া) মানুষের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিতেন অতঃপর বলতেন আমি আমার পায়ের সমস্যার কারণে দুঃখপ্রকাশ করছি। (মুসান্নাফ ইবনে আবু শাইবাহ, খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-২৬১, হাদিস নং - ৩৫৮৯২)

عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني جعفر بن محمد عن ابيه قال فلما كان معاوية استأذن الناس في الجلوس في إحدى الخطبتين وقال إني قد كبرت وقد أردت أجلس إحدى الخطبتين فجلس فيا لخطبة الأولى

ইবনে জুরাইজ হইতে বর্ণিত তিনি বলেন আমাকে খবর দিয়েছেন ইমাম জা'ফার তিনি বলেন তার পিতা (ইমাম বাকির) হইতে বর্ণিত তিনি বলেন যখন আমীরে মুয়াবিয়া এসে উপস্থিত হলেন তখন তিনি মানুষজনের কাছে দুই খুতবার মাঝে একটিতে বসার অনুমতি চেয়ে নিলেন। এবং তিনি বললেন আমিবৃদ্ধ হয়ে গেছি তাই দুই খুতবার মধ্যে একটি তে বসার সিদ্ধান্ত নিয়েছি? অতপর তিনি প্রথম খুতবায় বসলেন।

(মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক, হাদিস নং-৫২৬৪)

উক্ত বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায় যে দাঁড়িয়ে খুতবা না পড়তে পারার কারণে আন্তরিক ভাবে দুঃখিত ছিলেন। যদি সুন্নত পরিবর্তনের উদ্দেশ্যই থাকত তাহলে তাঁর ক্ষমা চাওয়ার দরকারই ছিল না। দ্বিতীয়ত, তার ভাষ্য দ্বারা বোঝা যায় তার কাছে দাঁড়িয়ে খুতবা পাঠ করাটাই উত্তম তাই খুতবার এক অংশ দাঁড়িয়েছেন আর দ্বিতীয় অংশ না দাঁড়াতে পারার কারণে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন, আমি আর পারছি না তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী।তৃতীয়ত, উক্তহাদিস দ্বারা প্রমাণ হয় না যে তিনি আমলটি কে প্রচলনবানিয়ে নিয়েছিলেন। বরং তাঁকে ঘটনাক্রমে বসতে হয়েছিল যা তার অনুমতি চাওয়া ও ক্ষমাপ্রার্থনার দ্বারা বোঝা যায়। প্রচলন করতে চাইলে বার বার অনুমতি কিংবা ক্ষমা তিনি চাইবেন না সেটাই স্বাভাবিক বিষয়। সুতরাং এর দ্বারা তাঁকে সুন্নতপরিবর্তন ও বিদা'ত প্রবর্তনে অভিযুক্ত করা যায় না।

দ্বিতীয় পর্বে অন্যান্য আপত্তি ও তার সঠিক সমাধান নিয়ে আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ,

বিবাহ করো, ধনী হয়ে যাবে"

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেনঃ তোমরা মহিলাদের বিবাহ করো। কেননা, তারা (আল্লাহ পক্ষ থেকে) তোমাদের নিকট রুজি নিয়ে আসবে।

(মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, খন্ড: 3, 271)

মাটি দেওয়ার দুয়া পাঠ করার হুকুম

মাওলানা মানিরুল ইসলাম, কালিয়াচক, মালদা
শিক্ষক: মাদ্রাসা গাউসিয়া ইসলামিয়া আরাবিয়া হরিবাটি, কুলি, মুর্শিদাবাদ

প্রশ্নঃ- ক্বরে মাটি দেওয়ার সময় দুয়া হিসাবে

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ

এই আয়াত টি পাঠ করা যাবে কি-না?

উত্তরঃ-ক্বরে মাটি দেওয়ার সময় পবিত্র কুরআনের সুরা ত্বহার ৫৫ নং আয়াত টিকে দুয়া হিসেবে পড়া অবশ্যই জায়েয ও মুস্তাহাব। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো কিছু জ্ঞানপাপী তথাকথিত লামাযহাবী শায়েখরা এই আমল টি কে নাজায়েজ, হারাম ও শির্ক এর ফতুয়া দিয়ে সাধারণ মানুষ কে বিভ্রান্ত করছে। কিন্তু তারা তাদের দাবীর পক্ষে কুরআন ও হাদিস বা আসারে সাহাবা বা কোনো ইমামদের ক্বওলকে দলীল হিসেবে উল্লেখ করতে পারেনি আর ইন শা আল্লাহ পারবেও না।

প্রিয় সুধী মণ্ডলীঃ- এবার আসুন আমরা জেনে নিই যে এটির কি কোন প্রমাণ ও ভিত্তি আছে না নেই। নিম্নে দলীল উল্লেখ করা হচ্ছে عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ لَمَّا وُضِعَتْ أُمُّ كُلْثُومٍ ابْنَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقَبْرِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى

অর্থাৎঃ- আবু উমামা, রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নিজ কন্যা উম্মে কুলসুম রাদিয়াল্লাহু আনহা কে দাফন করা হয়,তখন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মিনহা খলাকনাকুম ওয়াফিহা নুঈদুকুম ওয়ামিনহা নুখরি জুকুম তারাতান উখরা।

(মুসনাদে আহমাদ-খন্ড-৩৬-পৃষ্ঠা-৫২৪-হাদিস নম্বর ২২১৮৭, আস সুনানুল কুবরা-খণ্ড-৩-পৃষ্ট-৫৭৪-হাদিস নং-৬৭২৬,জামিউল মাসানিদে ওয়াস সুনান-খন্ড-৮-পৃষ্টা-৫৬৯-হাদিস নং-১১০২৪, কানযুল উম্মাল-খন্ড-১৫.পৃষ্ঠা-৬০২. হাদিস নং-৪২৩৯৬,আল বাদরুল মুনির-খন্ড-১৩-পৃষ্ঠা-২৪২, 'মাজমাউয যাওয়ায়িদ খন্ড- ৬ পৃষ্ঠা-৪৮৬ হাদিস নং ৪২৮৮)

অতএব প্রমাণিত হলো নবী স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মৃত ব্যক্তিকে দাফন বা মাটি দেওয়ার সময় উক্ত আয়াতকে দুয়া হিসেবে পাঠ করেছেন।সুতরাং এই আমলকে নাজায়েজ ও হারাম বলা চরম পর্যায়ের মূর্খতা।

সনদ পর্যালোচনাঃ- ইমাম বায়হাকী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এই হাদিস খানা উল্লেখ করার পর বলেন, هٰذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ এই হাদিসের সনদ জয়ীফ-ইমাম মুলাক্কিন তিনি তাঁর স্বীয় গ্রন্থ আল বাদরুল মুনির-ও ইমাম বায়হাকীর উদ্ধৃতী দিয়ে বলেন إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ -এই হাদিসের সনদ দুর্বল ইমাম নুরুদ্দিন হাইসামি রহমাতুল্লাহি আলাইহি তিনিও এই হাদিস খানা উল্লেখ করার পর বলেন, إِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ

অতএব মোহাদ্দিসীনে কেরামের দৃষ্টিতে এই হাদিসের সনদ দুর্বল। আর জয়ীফ হাদিস এর গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে সমস্ত মুহাদ্দিসীনে কেরাম ঐক্যমত পোষণ করেছেন, যে জয়ীফ হাদিস ফজিলতের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য। যেমন ইমাম নববী রহমাতুল্লাহি আলাইহি ইন্তেকাল- ৬৭৬ হিজরী- আল আযকার- পৃষ্ঠা-১১- এর মধ্যে তিনি স্পষ্ট ভাবে বলেছেন।

قَالَ الْعُلَمَاءُ مِنَ الْمُحَدِّثِينَ وَالْفُقَهَاءِ وَغَيْرُهُمْ يَجُوزُ وَيُسْتَحَبُّ الْعَمَلُ فِي الْفَضَائِلِ وَالتَّرْغِيبِ وَالتَّرْهِيبِ بِالْحَدِيثِ الضَّعِيفِ مَا لَمْ يَكُنْ مَوْضُوعًا

অর্থাৎঃ- মুহাদ্দিসীনে কেরাম ও ফোক্বাহায়ে ইযাম এবং অন্যান্য উলামায়ে কেরামগণ বলেছেন। ফজিলতের ক্ষেত্রে ও আকর্ষণ সৃষ্টি ও ভিতি সঞ্চারের ক্ষেত্রে জয়ীফ হাদিসের প্রতি আমল করা জায়েজ ও মুস্তাহাব রয়েছে।

অতএবঃ-উপরোক্ত হাদিস ও মুহাদ্দিসীনে কেরামের নীতিমালা থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় যে উক্ত আয়াতটি কে মাটি দেওয়ার সময় দুয়া হিসেবে পড়া জায়েজ। যা গ্রহণযোগ্য ও আমলযোগ্য হাদিস থেকে প্রমাণিত। এবং এ বিষয়ে ইমাম নববী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি আল আজকার পৃষ্ঠা- ১৫৫- তে নিজের মত উল্লেখ করেছেন

سُنَّةٌ لِمَنْ كَانَ عَلَى الْقَبْرِ أَنْ يَحْثِيَ فِي الْقَبْرِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ بِيَدَيْهِ جَمِيعًا مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ

অর্থাৎঃ- কবরে মাটি দেওয়ার ক্ষেত্রে সুন্নত হল, মৃত ব্যক্তির মাথার দিক থেকে কবরের উপর তিন মুষ্টি মাটি দেওয়া। তারপর তিনি বলেন,

قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا: يُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ فِي الْحَثْيَةِ الْأُولَى: مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِي الثَّانِيَةِ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، وَفِي الثَّالِثَةِ: وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى

অর্থাৎ:-আমাদের ওলামাদের এক জামায়াত বলেছেন। যে মুস্তাহাব আমল হচ্ছে, প্রথম মুষ্টি মাটি দেওয়ার সময় বলবে- মিনহা খলাক্বনাকুম, দ্বিতীয় মুষ্টি মাটি দেওয়ার সময় বলবে- ওয়াফিহা নুঈদুকুম, এবং তৃতীয় মুষ্টি মাটি দেওয়ার সময় বলবে- ওয়ামিনহা নুখরি জুকুম তারাতান উখরা।

এ বিষয়ে গাইর মুকাল্লিদ আলিমদের ফাতাওয়াও উল্লেখযোগ্য।সৌদি আরবের গ্র্যান্ড মুফতি, শায়েখ আব্দুল আজিজ বিন বায- কে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল

س :ما حكم قول :مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرٰى عِنْدَ الدَّفْنِ؟

অর্থাৎ:- দাফন করার সময়, মিনহা খলাক্বনাকুম, উক্ত আয়াতটি পড়ার বিধান কি?- তিনি উত্তরে বলেন :

ج :هَذَا سُنَّةٌ وَيَقُوْلُ مَعَهُ :بِسْمِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ

উত্তর:-উক্ত দুয়ার সাথে বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার পড়া সুন্নাত। কাজী শাউকানী- নাইলুল আউতার- খন্ড-৭- ৪২১ পৃষ্ঠাতে- হযরত আবু উমামা, রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদিস খানা উল্লেখ করেছেন। তার সাথে বিসমিল্লাহি ওয়া ফি সাবিলিল্লাহ ওয়া আলা মিল্লাতি রসূলিল্লাহি.. এই শব্দগুলো যুক্ত করেছেন। তারপর তিনি নাইলুল আউতার - খন্ড-৭- পৃষ্ঠা- ৪২৫.. এর মধ্যে বলেছেন

قَوْلُهُ :(مِنْ قَبْلِ رَأْسِهِ) فِيْهِ دَلِيْل عَلٰى اَنَّ الْمَشْرُوعَ اَنْ يُحْثٰى عَلَى الْمَيِّتِ مِنْ جِهَةِ رَأْسِهِ

অর্থাৎ:-এখান থেকে প্রমাণিত হয়। যে মৃত ব্যক্তিকে মাটি দিতে হবে মাথার দিক থেকে .তারপর তিনি বলেন,

وَيُسْتَحَبُّ اَنْ يَقُوْلَ عِنْدَ ذٰلِكَ :مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً اُخْرٰى ذَكَرَهُ اَصْحَابُ الشَّافِعِي

অর্থাৎ:- উলামায়ে শাফি গণ বলেছেন. যে মাটি দেওয়ার সময় মিনহা খলাক্বনাকুম উক্ত আয়াতকে দুয়া হিসেবে পড়া মুস্তাহাব।

তারপর আহলে হাদিসের শাইখুল কুল. নাজির হোসেন মুহাদ্দিসে দেহলবী, ফাতাওয়ায়ে নাজিরিয়া-খন্ড-১-পৃষ্ঠা- ৬৮৩ এর মধ্যে তিনাকে প্রশ্ন করা হলো..

سوال : کیا فرماتے ہیں علماء دین اور مفتیان شرع متین مسائل ذیل میں کہ دہلی میں مٹی دیتے وقت ایت، مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ آیہ... پڑھتے ہیں تو کیا حکم ہے

অর্থাৎ:- ওলামায়ে কেরাম ও মুফতিয়ানে ইযাম এর কাছে আমার প্রশ্ন যে দিল্লিতে কিছু লোক মাটি- দেওয়ার সময় মিনহা খলাক্বনাকুম পড়ে। এই আয়াতকে দুয়া হিসেবে পড়ার হুকুম কি?

উত্তরে তিনি বলেন।

علمائے حنیفہ اور شافعیہ نے لکھا ہے کہ مٹی دیتے وقت آیت مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ (الخ) پڑھنا مستحب ہے

অর্থাৎ:-ওলামায়ে হানাফী আর শাফীগণ বলেন মাটি দেওয়ার সময় মিনহা খলাক্বনাকুম সম্পূর্ণ আয়াতটি দোয়া হিসেবে পড়া মুস্তাহাব। তারপর তিনি সুবুলুস সালাম কিতাব এর রেফারেন্স দিয়ে এবং মিরকাত শারহে মিশকাত এর রেফারেন্স দিয়ে ইমাম মোল্লা আলী কারীর বক্তব্য নকল করেছেন। তারপর তিনি নাইলুল আউতার এর রেফারেন্স দিয়ে কাজী শাইকানির বক্তব্য নকল করেছেন। যা আমি পূর্বেই তিনাদের বক্তব্য উল্লেখ করেছি। অতএব:-উল্লেখিত আলোচনা থেকে দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার হয়ে যায়। যে গায়ের মুকাল্লিদ ঘরানার গ্রহণযোগ্য ওলামাদের নিকট ও মাটি দেওয়ার সময় উক্ত আয়াতটি দুয়া হিসেবে পড়া নাজায়েজ হারাম বা শির্ক নয়। বরং মুস্তাহাব।

আপত্তি:

মাটি দেওয়ার সময় উক্ত আয়াতটি দোয়া হিসেবে পড়া শিরক কেননা আয়াতের অর্থ হচ্ছে মাটি থেকেই আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি মাটিতেই আমি তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেব। এবং মাটি থেকেই তোমাদেরকে পুনরায় বের করে আনবো।

জবাব:

উক্ত আয়াত পড়লে যদি শিরক হয়ে যায় তাহলে সূরা কাওসার এর প্রথম আয়াত, إِنَّآ أَعْطَيْنَٰكَ ٱلْكَوْثَرَ এর অনুবাদ কি করবেন আপনারা? অর্থ:-হে হাবিব নিশ্চয় আমি তোমাকে আলকাউসার দান করেছি। তাদের কথা অনুযায়ী এ আয়াত পড়লেও মানুষ মুশরিক হয়ে যাবে। তাহলে কি আমরা সবাই এই আয়াত পড়া ছেড়ে দেব? আর তারা এখনো পর্যন্ত সূরা কাওসার পড়ার কারণে মুশরিকের ফাতাওয়া লাগাই না কেন?

দ্বিতীয় উত্তর:- উক্ত আয়াতটি দোয়া হিসেবে পড়া জায়েজ ও সুন্নাত এই ফাতাওয়া দিয়েছে, শাইখ বিন বাজ- কাজী শাউকানি-ও নাজির হোসেন দেহলবী। এখন বর্তমান যুগের গায়ের মুকাল্লিদদের বলবো এই আলিমদেরকে মুশরিকের ফাতাওয়া কখন দেবেন? উক্ত দোয়া পড়ার কারণে আমরা যদি মুশরিক হয় তাহলে আপনাদের ঘরের আলিমগণ মুশরিক হবে না কেন?

অন্যের ছেলে দোষ করলে তাকে আইনের আওতায় নিয়ে আসবেন। আর নিজের ছেলে দোষ করলে মাথায় উঠিয়ে আনন্দ করবেন। এটা কোন নীতি? সুতরাং উপরের আলোচনা থেকে ও গায়ের মুকাল্লিদ আলিমদের বক্তব্যের আলোকে প্রমাণ হয়ে যায় যে উক্ত আয়াতটিকে দোয়া হিসেবে পড়া জায়েজ ও মুস্তাহাব রয়েছে। যারা অতি বাড়াবাড়ি করে নিজের মতকে প্রাধান্য দেওয়ার জন্য গবেষণা না করেই কাউকে মুশরিক বানিয়ে দেয় কখনো তারা শিক্ষিত ব্যক্তি হতে পারেনা। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে ফিতনাবাযদের ফিতনা থেকে হেফাজত করেন, আমীন।

কুরবানীর পশুর প্রতি সমবেদনা (রহম) করা অপরিহার্য

আসগার আলি আলায়ী, মালদা
শিক্ষক: শুকান্দিঘী জামিয়া নূরিয়া হিফযুল কুরআন মাদ্রাসা, আমিনপুর, দঃ দিনাজপুর

ইসলাম একটি রহম ও করুণার ধর্ম, যা আল্লাহর আনুগত্য এবং সকল সৃষ্টির প্রতি ভালো আচরণের উপর শিষ্টাচার শিখিয়ে থাকে। যেমন একটি হাদীস শরীফে এসেছে:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ ارْحَمُوا أَهْلَ الأَرْضِ يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ

অনুবাদঃ হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত যে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ দয়াশীলদের উপর করুনাময় আল্লাহ্? দয়া করেন। তোমরা দুনিয়াবাসীর প্রতি দয়া করো, তাহলে যিনি আসমানে আছেন তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন।

রিফারেন্সঃ সুনান আবূ দাউদ শরীফ, হাদীস নং (৪৯৪১), সুনান আত-তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং (১৯২৪), মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নং (৬৪৯০), মুসান্নাফ ইবনে আবী শায়বা, হাদীস নং (২৫৩৫৫)

প্রিয় পাঠকবৃন্দ! আল্লাহ্ তায়ালার নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তায়ালার নাম দ্বারা যেই সকল হালাল পশু জবেহ করা হয় তার নাম হলো কুরবানী। যেটা ঈমান ও সদ্ধ নিয়াতের সাথে সাথে শরীয়ত সম্মত হওয়া চায়, নচেত কুরবানী আদায় হয়ে গেলেও কিছু গোনাহ হয়ে যায়। তন্মধ্যে কিছুটা এরূপঃ অস্ত্র ধারালো ছাড়াই পশু জবেহ করা, পশুর সামনে অস্ত্র ধারালো করা ও পশুর শাঁস চলা অবস্থায় চামড়া ছড়ানো ইত্যাদি। নিম্নে প্রসঙ্গ যুক্ত হাদীস শরীফ হতে কিছু আলোচনা প্রদত্ত করা হলো, আমি আশাবাদী যে আপনারা সকলেই বুঝতে পারবেন। ইনশাআল্লাহ

عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ "إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ

অনুবাদঃ হযরত শাদ্দাদ বিন আওস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি জিনিসের প্রতি দয়া-অনুগ্রহ প্রদর্শনের আবশ্যকতা গণ্য করেছেন। অতএব তোমরা (কিসাসে অথবা জিহাদে) কোন লোককে হত্যা করলে উত্তম পন্থায় হত্যা করবে এবং কোন কিছু যবেহ করার সময় উত্তম পন্থায় যবেহ করবে। তোমাদের মধ্যে যে কেউ যেন তার ছুরি ভালভাবে ধারালো করে নেয় এবং যবেহ করার পশুটিকে আরাম দেয়।

গ্রাজুয়েশনঃ সহীহ মুসলিম শরীফ, হাদীস নং (১৯৫৫), সুনান আবূ দাউদ শরীফ, হাদীস নং (২৮১৫), সুনান আন-নাসা'ঈ শরীফ, হাদীস নং (৪৪১০, ও ৪৪১৯), সুনান আত-তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং (১৪০৯) , সুনানে ইবনে মাজাহ শরীফ, হাদীস নং (৩১৭০), সুনান আদ-দারমী শরীফ, হাদীস নং (২০১৩),

হাদীসের মানঃ- ইমাম আবূ ঈসা আত-তিরমিযী রহিমাহুল্লাহ (মৃত্যু- ২৭৯ হিঃ) বলেছেনঃ

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

অর্থাৎঃ উক্ত হাদীসটি হাসান ও সহীহ রয়েছে।
(সুনান আত-তিরমিযী, হাদীস নং- ১৪০৯)

ব্যাখ্যাঃ-মানুষের সকল কিছুর প্রতি করুণা করা উচিত, এই কারণেই ইসলাম ধর্ম কেবল মানুষের প্রতি নয়, বরং প্রাণীদের প্রতিও করুণার শিক্ষা দিয়েছে। এর অর্থ এই যে, আপনি যখন কাউকে কিসাস হিসাবে হত্যা করেন তখন আপনার উচিত এটিকে সবচেয়ে সহজ এবং সর্বনিম্ন যন্ত্রণাদায়ক রূপে জবাহ করা। একইভাবে, আপনি যখন কোনও প্রাণীকে জবাহ বা কুরবানী করেন তখন তার প্রতি দয়া করুন জবাহের আগে ছুরিটি ভালো করে তিক্ষ্ণ করুন, যাতে পশু কম আঘাত পায়। তবে পশুর সামনে ছুরিটি তীক্ষ্ণ করা এবং কোন প্রাণীকে অন্য প্রাণীর সামনে জবাই না করাই মুস্তাহাব (ভালো) যা এই হাদীসের অর্থে বুঝা যায়।

হাদীসে হত্যার অর্থ হলো: শিকারীকে হত্যা করা বা কিসাস হিসাবে একটি হত্যাকারীকে হত্যা করা এবং যুদ্ধের ময়দানে একজন শত্রুকে হত্যা করা এই সমস্ত ক্ষেত্রে শত্রুতা, নির্যাতন ও হত্যার অনুভূতিতে হত্যা করা জায়েয নয়, যেমন জাহিলী যুগে (অজ্ঞতার যুগে) করা হতো প্রথমত হাত কেটে ফেলতো, তারপরে পা, নাক, অতঃপর কান ইত্যাদি ইসলামে এটি থেকে নিষেধ করা হয়েছে ।

(ইবনে মাজাহ শরীফ, হাদীস নং: ২৮৫৭)

ইহা ছাড়া জবেহ করার সময় শয়তানের পদ্ধতি থেকে বাঁচা উচিত, যেরূপ হাদীসে নিষেধাজ্ঞা এসেছে:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، - زَادَ ابْنُ عِيسَى - وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالاَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ شَرِيطَةِ الشَّيْطَانِ - زَادَ ابْنُ عِيسَى فِي حَدِيثِهِ وَهِيَ الَّتِي تُذْبَحُ فَيُقْطَعُ الْجِلْدُ وَلاَ تُفْرَى الأَوْدَاجُ ثُمَّ تُتْرَكُ حَتَّى تَمُوتَ

অনুবাদ:-হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস এবং আবু হুরায়রাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা বলেছেন যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) শয়তানের পদ্ধতি হতে নিষেধ করেছেন। ইবনে ঈসার বর্ণিত হাদীসে আরও এতোটা বেশী রয়েছে: আর তা হলো যে, জন্তু জবাহ করে তার চামড়া তো কেটে দেওয়া হবে কিন্তু শিরাগুলি কাটা হবে না, অতঃপর এমতাবস্থায় তাকে ছেড়ে দিবে, এবং সে যন্ত্রণাদায়ক হয়ে মারা যাবে।

রিফারেন্স: সুনান আবূ দাউদ শরীফ, হাদীস নং (২৮২৬), সহীহ ইবনে হাব্বান, হাদীস নং (৫৮৮৮), সুনানুল কুবরা লিল-বায়হাক্বী শরীফ, হাদীস নং (১৯১২৬)

ব্যাখ্যা:- শয়তানী পদ্ধতি শরীয়তের অর্থে: ছুরি দ্বারা আঘাত করাকে বলা হয়। এজন্য এটিকে শয়তানের সাথে দায়ী করা হয়, কারণ শয়তানই তাকে এই কাজ করতে প্ররোচিত করে (উসকে দেয়), হ্যাঁ, এতে প্রাণীটির কষ্ট হয়, রক্ত দ্রুত বের হয় না এবং অনেক কষ্ট বেদনায় তার প্রাণ বের হয়। জবাহের পরে পরেই ঠান্ডা হওয়ার পূর্বে গলা বা বুকে ছুরি ঘোপানো এবং চামড়া ছড়ানো বৈধ না, বরং মাকরূহ তাহরিমী রয়েছে।

(মিরকাতুল মাফাতিহ, ৬ নং খন্ড, হাদীস নং- ২৬৪৯)

উক্ত হাদীসদ্বয় হতে প্রতীয়মান হয় যে, অস্ত্র ধারালো ছাড়াই পশু জবেহ করা, পশুর সামনে অস্ত্র ধারালো করা ও পশুর শাঁস চলা অবস্থায় চামড়া ছড়ানো ইত্যাদি কর্ম সমূহ বেঠিক বলে আখ্যায়িত হবে।

কুরবানীর পশু জবাহ করার সময় জবাহকারীকে যেই সব জিনিস গুলো গুরুত্ব রাখতে হবে:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ وَيُسَمِّي وَيُكَبِّرُ، وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَذْبَحُ بِيَدِهِ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا.

অনুবাদ: হযরত আনাস বিন মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দুটি শিং এবং মিশ্রিত রং যুক্ত ভেড়া কুরবানী করলেন, তিনি বিসমিল্লাহ ও আল্লাহু আকবার পাঠ করছিলেন, আমি দেখলাম যে তিনি নিজের হাতে পশুকে জবেহ করছেন এবং তিনার পা তার বাহুতে রাখা আছে।

রিফারেন্স: সহীহ আল-বুখারী শরীফ, হাদীস নং (৫৫৫৮), সহীহ মুসলিম শরীফ, হাদীস নং (১৯৬৬), সুনান আন-নাসা'ঈ শরীফ, হাদীস নং (৪৪২০), সুনান ইবনে মাজাহ শরীফ, হাদীস নং (৩১২০), সুনান আদ-দারমী শরীফ, হাদীস নং (১৯৮৮),(সহীহ)

প্রিয় মুসলিম সমাজ! এই বিষয়ে আমাদের সকলকে সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন, যাতে সমাজে সকল গোনাহ ও ভুল প্রচলন গুলোর সমাপ্তি ঘটাতে পারি। আল্লাহ্ তায়ালা যেন আমাদের সকলকে বুঝার ও শরীয়ত সম্মত চলার তৌফিক প্রদান করেন। আমীন সুম্মা আমীন

একই পশুতে কুরবানী ও আকীকা দেওয়ার বিধান

মুফতী গুলজার আলী মিসবাহী, উঃ দিনাজপুর

সিনিয়র শিক্ষক ও ইফতা বিভাগের সদস্যঃ কালিয়াচক খালতিপুর মাদ্রাসা, মালদা।

প্রশ্নঃ- কুরবানীর পশুর মধ্যে আকীকা দেওয়া যাবে কি না?

উত্তরঃ-ছোট পশু যেমন- ছাগল/ছাগী, দুম্বা ও ভেড়ার মধ্যে যেহেতু একটাই ভাগ হয় সুতরাং এসব পশুতে কুরবানীর সাথে আকিকা দেওয়া জায়েয নেই।

তবে যেসব পশু বড় যেমন-গরু, মহিষ ও উট এসব পশুর মধ্যে যেহেতু সর্বশেষ সাতটি ভাগ দেওয়া জায়েয সুতরাং এসব পশুতে কুরবানী দেওয়ার সাথে সাথে আকীকাও দেওয়া জায়েয আছে।

হাশীয়াতুত তাহতাবী -এর মধ্যে রয়েছে,

ولو ارادوا القربة الاضحية او غيرها من القرب اجزأهم سواء كانت القربة واجبة او تطوعا او وجب على البعض دون البعض وسواء اتفقت جهة القربة او اختلفت، كذلك ان اراد بعضهم العقيقة عن ولد ولده من قبل

অনুবাদঃ-(একই পশুর মধ্যে অংশগ্রহণ কারী) লোকেরা কুরবানী করার জন্য আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করার নিয়ত করুক অথবা কুরবানী ব্যতীত অন্য কোন আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের নিয়ত করুক, এ নিয়ত তাদের জন্য যথেষ্ট হবে। চাই সেটা ওয়াজিব নৈকট্য হোক, নফল নৈকট্য হোক, অথবা কিছু লোকের উপর ওয়াজিব হোক আর কিছু লোকের উপর (ওয়াজিব) না হোক। চাই নৈকট্যের দিক একই হোক অথবা ভিন্ন। অনুরূপভাবে (একই পশুর মধ্যে অংশগ্রহণ কারী) লোকদের মধ্য থেকে কিছু লোক পূর্বে জন্ম হওয়া বাচ্চার আকীকার নিয়ত করল (তাহলে জায়েয হবে)। (হাশিয়াতুত তাহতাবী, খন্ডঃ ৪, পৃষ্ঠাঃ ১৬৬)

ঠিক একই ফাতওয়া "ফাতাওয়া হিন্দিয়া" খন্ড ৫ পৃষ্ঠা নম্বর ৩০৪ -এ উল্লেখিত রয়েছে।

বাদায়েয়ুস সানায়ে এর মধ্যে রয়েছে -

وكذلك ان اراد بعضهم العقيقة عن ولد ولده من قبل

অর্থাৎঃ- অনুরূপভাবে কুরবানী কারীদের মধ্যে কিছু লোক পূর্বে জন্ম গ্রহণ কারী সন্তান সন্ততির জন্য আকিকা করার নিয়ত করে তাহলে জায়েয হবে।

(বাদায়েয়ুস সানায়ে ৫/৭২)

ফাতাওয়া শামীর মধ্যে রয়েছেঃ

وكذا لو أراد بعضهم العقيقة عن ولد قد ولد له من قبل.

অর্থাৎঃ- অনুরূপভাবে যদি কিছু লোক পূর্বে জন্ম গ্রহণ কারী সন্তানের তরফ থেকে কুরবানীর পশুর মধ্যে আকিকা করার নিয়ত করে থাকে তাহলে জায়েয আছে।

(ফাতাওয়া শামী ৬/২২৭)

এ ছাড়া আরও একাধিক ফিক্বহ শাস্ত্রের গ্রন্থাবলীর মধ্যে উক্ত মাসআলাটি উল্লেখিত আছে।

হুযূর আ'লা হযরত রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুকে একটি প্রশ্ন করা হয়, যার সারাংশ হল এই যে, একই পশুতে যায়েদ কুরবানীর নিয়ত করেছে আর উমর আকীকার নিয়ত করেছে। সুতরাং যায়েদ এবং উমরের কুরবানী ও আকীকা সঠিক হয়েছে কিনা?

এর উত্তরে তিনি যা বলেন, তার সারাংশ হল, "কুরবানী, আকীকা উভয় আল্লাহরই জন্য। সুতরাং উভয় সঠিক হয়েছে।" (ফাতাওয়া রাযাবীয়াহ, খন্ডঃ ২০, পৃষ্ঠাঃ ৪৫৮)

বাহারে শরীয়ত এর মধ্যে রয়েছে-

"(একই পশুর মধ্যে) কুরবানী এবং আকীকার অংশগ্রহণ হতে পারে। কারণ, আকীকাও (আল্লাহর) নৈকট্য অর্জন করার একটি পদ্ধতি।" (বাহারে শরীয়ত, হিসসাঃ ১৫, পৃষ্ঠাঃ ৩৪৩, মাসআলাঃ ১৬, দা'ওয়াতে ইসলামী)

আর এক জায়গায় রয়েছে -

"গরুর কুরবানী হলে তাতে আকীকার অংশগ্রহণ হতে পারে।" (বাহারে শরীয়ত, হিসসাঃ ১৫, পৃষ্ঠা :৩৫৭, মাসআলাঃ ৮, দাওয়াতে ইসলামী)

ফাতাওয়া আমজাদীয়া -এর মধ্যে বিদ্যমান -

"গরু, (মহিষ,) উট -এর মধ্যে আকীকা করার জন্য অংশগ্রহণ হতে পারে।" (ফাতাওয়া আমজাদীয়াহ, খন্ডঃ ৩, পৃষ্ঠাঃ ৩০২)

واللہ تعالی اعلم بالصواب

কুরআন ও হাদীসের আলোকে
ইলমে গায়েব

মওলানা আশিকুর রহমান মিসবাহী, বীরভূম

আমরা এমন এক সময়ে বসবাস করছি যে সময় মৃত্যু ছাড়া প্রায় সকল বিষয়েই মতভেদ ও মতনৈক্য বিদ্যমান রয়েছে, ইলমে গায়েব টাও সেটারই অন্তর্ভুক্ত ।আমরা আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অনুসারী আমাদের আক্বীদা ও বিশ্বাস হলো যে ,আমাদের নবী আল্লাহ প্রদত্ত অদৃশ্যের সংবাদ জানতেন। কিন্তু বর্তমানে কিছু বাতিল ফিরকার উৎপত্তি ঘটেছে যারা কিছু আয়াত ও হাদীসকে উপস্থাপন করে এই আক্বীদা কে অস্বীকার করে এবং যুবসম্প্রদায়কে বিভ্রান্তির বেড়াজালে নিক্ষেপ করে দেয়। আসুন আমরা জেনে নিই যে, এই আক্বীদাটি কুরআন ও হাদীস সমর্থিত আক্বীদা কি না?

কুরআনের আলোকে ইলমে-গায়েব

মহান আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেন

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ

অনুবাদঃ-আল্লাহর শান এ নয় যে ,হে সর্বসাধারণ! তোমাদেরকে অদৃশ্যের জ্ঞান দিয়ে দেবেন। হ্যাঁ, আল্লাহ নির্বাচিত করে নেন তার রসূল গনের মধ্য থেকে যাঁকে চান।

(সূরা আল ইমরান আয়াত নম্বর ১৭৯)

এই আয়াত থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতিয়মান হয় যে, মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীন রসূলগণের মধ্যে যাঁকে চান তাঁকে অদৃশ্যের জ্ঞান দিয়ে দেন।

মহান স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালা অপর এক জায়গায় বলেন

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ

অনুবাদঃ-অদৃশ্যের জ্ঞাতা, সুতরাং আপন অদৃশ্যের উপর কাউকে ক্ষমতাবান করেন না- আপন মনোনীত রসূলগণ ব্যতীত। (সূরা জিন আয়াত নম্বর ২৬ ও ২৭)

এই আয়াত থেকেও দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে আল্লাহ তাআলা রাসূলগণকে গায়েবের জ্ঞান দিয়েছেন।

মহান সৃষ্টিকর্তা অপর এক আয়াতে ঘোষণা করেন

وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ

অনুবাদঃ-এবং এ নবী অদৃশ্য বিষয় বর্ণনা করার ব্যাপারে কৃপণ নন। (সূরা তাকবীর আয়াত নম্বর ২৪)

এই আয়াত থেকে সূর্যের আলোর ন্যায় পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে, আমাদের প্রিয় নবী গায়েব জানেন।

হাদীসের আলোকে ঈলমে গায়েব

عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَعِدَ أُحُدًا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ فَرَجَفَ بِهِمْ فَقَالَ اثْبُتْ أُحُدُ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدَانِ

অনুবাদঃ-আনাস ইবনু মালিক রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, (একবার) নবী স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, হযরত আবূ বকর, হযরত উমর, ‘হযরত উসমান রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম উহুদ পাহাড়ে আরোহণ করেন তো পাহাড়টি নড়ে উঠল। আল্লাহর রসূল স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে উহুদ! থামো তোমার উপর একজন নবী, একজন সিদ্দীক ও দু’জন শহীদ রয়েছেন।

(বুখারী শরীফ হাদিস নম্বর-৩৬৭৫)

প্রিয় পাঠক চিন্তা করুন! নবী আমার কেমন অদৃশ্যের সংবাদদাতাছিলেন, হযরত উমর এবং হযরত উসমান রাদিয়াল্লাহু আনহুমা ভবিষ্যতে আল্লার রাস্তায় শহীদ হবেন সেটি আগে থেকেই জানিয়ে দিয়েছিলেন।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ كُلَّهُ ثُمَّ لِيَطْرَحْهُ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءً وَفِي الآخَرِ دَاءً

অনুবাদঃ-হযরত আবূ হুরাইরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যখন তোমাদের কারও কোন খাবার পাত্রে মাছি পড়ে, তখন তাকে পুরোপুরি ডুবিয়ে দিবে, তারপরে ফেলে দিবে। কারণ, তার এক ডানায় থাকে আরোগ্য, আর আরেক ডানায় থাকে রোগ।

সুবহানাল্লাহ! প্রিয় পাঠক চিন্তা করছেন নবী আমার কেমন অদৃশ্যের সংবাদদাতা ছিলেন মাছির এক ডানায় রোগ থাকে এবং অপর ডানায় সেটির আরোগ্য থাকে সেটিও বলে দিয়েছেন।

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ لَقَدْ خَطَبَنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خُطْبَةً مَا تَرَكَ فِيهَا شَيْئًا إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ إِلاَّ ذَكَرَهُ عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ

অনুবাদ:-হযরত হুযাইফাহ রাদ্বিয়াল্লাহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একবার আমাদের প্রতি এমন একটি ভাষণ প্রদান করলেন যাতে ক্বিয়ামাত পর্যন্ত যা সংঘটিত হবে এমন কোন কথাই বাদ দেননি। এগুলো মনে রাখা যার সৌভাগ্য হয়েছে সে স্মরণ রেখেছে আর যে ভুলে যাবার সে ভুলে গেছে।

(মুসলিম শরীফ হাদিস নম্বর- ৬৬০৪)

এই হাদীস থেকে নবী কারীম স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যেমন ভাবে অদৃশ্যের জ্ঞান বোঝা যায় তেমন ভাবেই নবীর মোজেযাও বোঝা যায় কেননা সংক্ষিপ্ত সময়ে ক্বিয়ামত পর্যন্ত ঘটনা বলা আশ্চর্যজনক।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ مِنْ كَبِيرٍ ثُمَّ قَالَ بَلَى أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَسْعَى بِالنَّمِيمَةِ وَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لاَ يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ قَالَ ثُمَّ أَخَذَ عُودًا رَطْبًا فَكَسَرَهُ بِاثْنَتَيْنِ ثُمَّ غَرَزَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى قَبْرٍ ثُمَّ قَالَ لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا

অনুবাদ:-হযরত ইবনু 'আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একবার) নবী স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'টি কবরের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তিনি বললেন ঐ দু'জনকে আযাব দেয়া হচ্ছে আর কোন কঠিন কাজের কারণে তাদের আযাব দেয়া হচ্ছে না। অতঃপর তিনি স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ হাঁ (আযাব দেয়া হচ্ছে) তবে তাদের একজন পরনিন্দা করে বেড়াত, অন্যজন তার পেশাবের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করত না। (রাবী বলেন) অতঃপর তিনি একটি তাজা ডাল নিয়ে তা দু'খন্ডে ভেঙ্গে ফেললেন। অতঃপর সে দু' খন্ডের প্রতিটি এক এক কবরে পুঁতে দিলেন। অতঃপর বললেনঃ আশা করা যায় যে এ দু'টি শুকিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত তাদের উভয়ের 'আযাব হালকা করা হবে। (বুখারী শরীফ হাদিস নম্বর-১৩৭৮)

এই হাদীস থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, নবী আমার কেমন অদৃশ্যের সংবাদদাতা ছিলেন, কবরের ভিতরে আযাব হচ্ছে আর নবী আমার বাইরে থেকে বলে দিচ্ছেন। শুধু আযাব বলছেন না বরং কি কারণে হচ্ছে সেটাও বলে দিচ্ছেন এবং কি করলে আযাব দূরীভূত হবে সেটাও করলেন সুবাহানাল্লাহ!

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَعَى زَيْدًا وَجَعْفَرًا وَابْنَ رَوَاحَةَ لِلنَّاسِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَهُمْ خَبَرُهُمْ فَقَالَ أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأُصِيبَ ثُمَّ أَخَذَ جَعْفَرٌ فَأُصِيبَ ثُمَّ أَخَذَ ابْنُ رَوَاحَةَ فَأُصِيبَ وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ حَتَّى أَخَذَ الرَّايَةَ سَيْفٌ مِنْ سُيُوفِ اللهِ حَتَّى فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِمْ.

অনুবাদ:-হযরত আনাস রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, মুসলিমদের নিকট খবর এসে পৌঁছার পূর্বেই নবী স্বল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে যায়দ, জা'ফার ও ইবনু রাওয়াহা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুম দের (শাহাদাতের) কথা জানিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, যায়দ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) পতাকা হাতে এগিয়ে গেলে তাঁকে শহীদ করা হয়। অতঃপর জা'ফার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) পতাকা হাতে এগিয়ে গেলে তাঁকেও শহীদ করা হয়। অতঃপর ইবনু রাওয়াহা (রাদিয়াল্লাহু আনহু) পতাকা হাতে নিলে তাঁকেও শহীদ করা হল। এ সময়ে তাঁর দু'চোখ থেকে অশ্রু ঝরছিল। (তিনি বললেন) শেষে আল্লাহর তলোয়ারদের মধ্য হতে আল্লাহর এক তলোয়ার (খালিদ বিন ওয়ালীদ রাদিয়াল্লাহু আনহু) পতাকা ধারণ করল। ফলে আল্লাহ তাদের বিরুদ্ধে বিজয় দান করলেন। (বুখারী শরীফ হাদিস নম্বর-৪২৬২)

প্রিয় পাঠক লক্ষ করুন যে, নবী আমার কেমন অদৃশ্যের সংবাদদাতা ছিলেন, যুদ্ধ হচ্ছে শাম দেশে আর সেই যুদ্ধের ঘটনা নবী আমার মদীনায় বসে বলে দিচ্ছেন সুবাহানাল্লাহ!

عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ قَامَ فِينَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَقَامًا فَأَخْبَرَنَا عَنْ بَدْءِ الْخَلْقِ حَتَّى دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنَازِلَهُمْ وَأَهْلُ النَّارِ مَنَازِلَهُمْ حَفِظَ ذَلِكَ مَنْ حَفِظَهُ وَنَسِيَهُ مَنْ نَسِيَهُ

অনুবাদ:-তারিক ইবনু শিহাব (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 'উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু)-কে বলতে শুনেছি, একদা নবী স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মধ্যে দাঁড়ালেন। অতঃপর তিনি আমাদের সৃষ্টির সূচনা সম্পর্কে জ্ঞাত করলেন। অবশেষে তিনি জান্নাতবাসী ও জাহান্নামবাসীর নিজ নিজ নির্দিষ্ট স্থানে প্রবেশ করার কথাও উল্লেখ করলেন। যে ব্যক্তি এ কথাটি স্মরণ রাখতে পেরেছে, সে স্মরণ রেখেছে আর যে ভুলে যাবার সে ভুলে গেছে।

(বুখারী শরীফ হাদিস নম্বর -৩১৯২)

এই হাদিস থেকেও দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে নবী আমার এটাও জানেন যে পৃথিবী সূচনা কিভাবে ও কবে হয়েছে এবং এটাও জানেন যে কে কে জান্নাতে যাবে আর কে কে জাহান্নামে যাবে।

প্রিয় পাঠক উপরের দলীল সমূহ থেকে আপনারা বুঝতে পারলেন যে নবী ও রসূল গণকে আল্লাহ গায়েবের নলেজ দিয়েছেন কিন্তু আশ্চর্যজনক হলেও এটাই সত্য যে বর্তমানে কিছু নামধারী আহলে হাদীস নামক ফিরকাদের উৎপত্তি ঘটেছে যারা কিছু আয়াত কে উপস্থাপন করে মানুষকে বোঝাতে চায় যে দেখো আল্লাহ নিজে কুরআন মাজীদে বলেছেন যে, আল্লাহ ছাড়া কেউ গায়েব জানেনা। তখন সাধারণ মানুষরা বিভ্রান্তির শিকার হয়ে যায়। আমি অধম শুধু একটি কথা বলবো সেটি মনে রাখলে ইন শা আল্লাহ কেউ আপনাকে বিভ্রান্ত করতে পারবেনা। সব সময় স্মরণে রাখবেন যে যে সমস্ত আয়াত থেকে এটা বোঝা যাবে যে আল্লাহ ছাড়া কেউ গায়েব জানেনা তো সেই গায়েব বলতে সত্তাগত গায়েব (অর্থাৎ কারও জানিয়ে না দেওয়াতেই নিজে থেকে জানা) বোঝানো হয়েছে আর আমরা নবীদের জন্য যে গায়েবের কথা বলি সেটা হলো প্রদত্ত গায়েব অর্থাৎ আল্লার জানিয়ে দেওয়াতে জেনে যাওয়া। সুতরাং উভয় ধরনের আয়াতের মধ্যে কোনরকমের সংঘর্ষ নেই।

"মি'রাজ" অস্বীকার করার বিধান

মসজিদে হারাম হতে মসজিদে আক্বসা পর্যন্ত মি'রাজ "ক্বোরআনের অকাট্য দলীল" দ্বারা প্রমাণিত। এর অস্বীকার কারী হল কাফির।

মসজিদে আক্বসা হতে প্রথম আসমান পর্যন্ত মিরাজ "মাশহুর হাদীস" দ্বারা প্রমাণিত। এর অস্বীকারকারী গুমরাহ বা পথভ্রষ্ট। প্রথম আসমান হতে তদুর্ধে ভ্রমণ "খাবরে আহাদ" দ্বারা প্রমাণিত। এর অস্বীকারকারী ফাসিক্ব (বড় পাপী)

(তাফসিরাতে আহমাদিয়া, পৃষ্ঠা: 328)

কোরবানির দিবস কি কি সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে?

মাওলানা সুলাইমান শেখ, মুর্শিদাবাদ

কোরবানির দিন একটি অতি পবিত্র ও নেকি উপার্জনের দিন এবং এই দিনের সব থেকে উল্লেখযোগ্য ইবাদতটি হল কোরবানি করা, উৎসর্গ করা। কিন্তু এই মহত দিনে ভালো বা নেকীর কাজের সঙ্গে সঙ্গে কিছু অবহেলোনা ও অসচেতনতা লক্ষ্য করা যায় যেগুলি থেকে বিরত থাকতে হবে। সচেতন থাকতে হবে। তবেই কোরবানির দিনকে পূর্ণাঙ্গভাবে উদযাপন করা হবে।

সেগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি সচেতনতার বিষয় হলো নামাজ, নামাজ প্রতিদিনই ফরজ হলেও কুরবানীর দিন এর প্রতি অতিরিক্ত লক্ষ্য রাখতে হবে। কেননা বহু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে লোকজন খুশিতে মেতে ওঠায় ও মাংস কাটা, বিতরণ করা, রান্না করা ইত্যাদি বিভিন্ন ব্যস্ততার কারণে কুরবানীর মত মহত দিনে নামাজ ত্যাগ করে, নামাজের প্রতি অবহেলা দেখায় তো আমাদের অবশ্যই এ বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে ।

মুসলিম, তিরমিজি ,নাসায়ী ও ইবনে মাজা শরীফে এই হাদীসটি বর্ণিত রয়েছে যে , নবী মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى هلال ذى الحجة وأراد أن يضحى فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح

অনুবাদ:- যে ব্যক্তি কোরবানির চাঁদ দেখলো এবং সে কুরবানী করার উদ্দেশ্য রাখে তো সে যেন কুরবানী না করা পর্যন্ত চুল এবং নখ থেকে না নেয় অর্থাৎ না কাটে। এ বিষয়েও অনেককেই অবহেলা করতে দেখা যায় যে কুরবানীর দিনে ঈদের দিনের ন্যায় ঈদুল আযহার নামাজের পূর্বেই তারা নখ চুল ইত্যাদি কেটে নেয় তো তাদেরকে এ থেকে সতর্ক থাকতে হবে এবং ঈদুল আযহার নামাজ সম্পন্ন করার পর চুল ইত্যাদি কাটতে হবে।

এবং কোরবানি ঈদের নামাজের পর করতে হবে যেমন কি সহিহ বুখারীর হাদিস:

عَنِ البَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، مَنْ فَعَلَهُ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلُ، فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ

অনুবাদ:- হযরতে বারা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন যে, ঈদের দিন আমরা সর্বপ্রথম নামাজ পড়বো তারপর কুরবানী করব তো যে ব্যক্তি এরূপ করল সে আমার সুন্নাত আমার পদ্ধতি পেয়ে গেল আর যে ব্যাক্তি প্রথম কোরবানি করল তার জন্য শুধু মাংস যা সে তার পরিবারের জন্য তৈরি করলো কোরবানির সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নাই

(হাদিস নম্বর- ৫৫৪৫)

কোরবানির দিবস কোরবানির নিয়তে কোরবানির অযোগ্য পশু যেমন হাঁস মুরগি ইত্যাদি জবাই করা নাজায়েজ।

কোরবানির দিনা কোরবানি করাটাই উত্তম। কারণ হয় এটি ওয়াজিব নতুবা সুন্নত এবং সুন্নত নফল এর থেকে উত্তম আর ওয়াজিব হওয়ার ক্ষেত্রে কোরবানি না করা পর্যন্ত সে নিজের দায়িত্ব থেকেই পরিত্রাণ পাবে না

কুরবানীর পশুকে অযথা কষ্ট না দেওয়া যেমন কোরবানির দিন সকালে পশুর ক্ষুধার্ত থাকা সত্ত্বেও খাবার থেকে বঞ্চিত রাখা, পশুর সামনে অস্ত্রে ধার দেওয়া, জবেহ করার সময় প্রয়োজন এর বেশি রগ কাটা, জান পরিপূর্ণ ভাবে যাওয়ার পূর্বে ছ্যা মারা বা পায়ের রগ কাটা ইত্যাদি।

কোরবানির দ্বারা মানুষকে কোন প্রকার কষ্ট না দেওয়া যেমন রাস্তার ধারে বা জনবহুলস্থানে কোরবানি না করা রক্ত মাটির উপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে না রাখা বরং মাটি খুঁড়ে ঢেকে দেওয়া প্রকাশ্যভাবে মাংস এক স্থান থেকে অপর স্থানে পরিবর্তন না করা সোশ্যাল মিডিয়ায় কুরবানীর বা মাংস কাটার ভিডিও বা ছবি পোস্ট না করা।

কুরবানীর দিন কুরবানী সম্পর্কিত বিষয়ে সচেতনতা অবলম্বন করা, পরিবেশের যত্ন নেওয়া যেমন আতশবাজি বোমা বারুদ না ফাটানো কোরবানির দিন ঘোরাঘুরির নামে ছেলেদের অতিরিক্ত স্পিডে গাড়ি বাইক চালানো, রাস্তাঘাটে মহিলাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার না করা এবং মেয়েদের বিনা প্রয়োজনে রাস্তাঘাটে ঘোরাঘুরি না করা ইত্যাদি।

কোরআন ও হাদিসের আলোকে

পর্দার বিধান

লেখক:- মোহাম্ম লালচাঁদ জামালী

মহান আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের একটি বিশেষ মাধ্যম হল পর্দা নামক ঈবাদত। পর্দা শব্দের অর্থ হল আবরণ অর্থাৎ যা দিয়ে কোন কিছুকে দৃষ্টির আড়াল করা হয়।

(১)পর্দা-পরিচিতি:- পর্দা, শব্দটি মূলত ফারসি, যার আরবি প্রতিশব্দ হিজাব । পর্দা বা হিজাবের বাংলা অর্থ আবৃত করা, ঢেকে রাখা, আবরণ, আড়াল, অন্তরায়, পোশাক দ্বারা সৌন্দর্য ঢেকে নেওয়া, আবৃত করা, বা গোপন করা ইত্যাদি।

(২) ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়, নারী ও পুরুষ উভয়ের চারিত্রিক পবিত্রতা অর্জনের নিমিত্তে উভয়ের মাঝে শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত যে,
আড়াল বা আবরণ রয়েছে তাকে পর্দা বলা হয় ।
মহান সৃষ্টিকর্তা পর্দার আদেশ দিতে গিয়ে বলেন ,

وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ
زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ
زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ
بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا
مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ
لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن
زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

অনুবাদ: এবং মুসলমান নারীদের কে নির্দেশ দিন তারা যেন নিজেদের দৃষ্টিগুলোকে কিছুটা নিচে রাখে এবং নিজেদের সতীত্বকে হেফাজত করে আর নিজেদের সাজসজ্জা কে প্রদর্শন না করে, কিন্তু যতটুকু স্বাভাবিক ভাবেই প্রকাশ পায় এবং মাথার কাপড় আর আপন সাজসজ্জা কে যেন প্রকাশ না করে কিন্তু নিজেদের স্বামীর নিকট অথবা আপন পিতা অথবা স্বামীর পিতা অথবা আপন পুত্রগণ অথবা স্বামীর পুত্রগণ অথবা আপন ভাই অথবা আপন- ভ্রতষ্পুএগন অথবা আপন ভাগিনা গন অথবা স্বধর্মীয় নারীগণ অথবা নিজেদের হাতের মালিকানাধীন দাসীগণ অথবা চাকরের নিকট এর শর্তে যে, তারা জনশক্তি সম্পূর্ণ পুরুষ হবে না অথবা ওইসব বালক (এর নিকট) যারা নারীদের লজ্জা বস্তুগুলোর সম্বন্ধে অবগত নয় এবং যেন মাটির উপর ফজরে পদক্ষেপণ না করে, যাতে জানা যায় তাদের গোপন সাজসজ্জা। এবং আল্লাহর দিকে তওবা করে , হে মুসলমানগন ! তোমরা সকলেই, এই আশায় যে, তোমরা সফলতা অর্জন করবে ।

(সূরা নূর আয়াত নম্বর ৩১)

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যা:-উক্ত আয়াত দ্বারা পর্দার বিধান প্রমাণিত হলো। এবং মহিলাদের জন্য পর্দা করা ফরজ বা অপরিহার্য অথবা (বাধ্যতামূলক) সেটাও উল্লেখিত আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণিত হলো ।
(১)একজন মহিলা কোন কোন ব্যক্তির সামনে পর্দা করবে (২)এবং কোন কোন ব্যক্তির সামনে পর্দা করবে না ? উক্ত দুই বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আকারে আলোচনা করা হলো নিম্ন ।

একজন মহিলা কোন কোন ব্যক্তির সামনে পর্দা করবে

(১) খালু ভাসুর ও ভাসুরের ছেলে ।
(২) দুলাভাই।
(৩) দেবর ও দেবরের ছেলে।
(৪) ননদেও স্বামী ও তার ছেলে ।
(৫) চাচার ছেলে / চাচাতো ভাই।
(৬) জ্যাঠাতো ভাই।
(৭) মামার ছেলে/ মামাই তো ভাই।
(৮) সামির অন্য যত প্রকারের ভাই বা দুলাভাই আছে।

* উল্লেখিত তারা সকলেই বেগানা অতএব তাদের সামনে পর্দা করা ফরজ । এক কথায় যাদের সাথে বিবাহ বৈধ , তারা সবাই গায়রে মাহরাম তাই তাদের সামনে বেপর্দা থাকা জায়েজ নয় ।

একজন মহিলা কে কাদের সামনে পর্দা করা ফরজ নয় তাদের লিস্ট নিম্নে দেওয়া হলো:

(১) স্বামী ।
(২) নিজের ছেলে
(৩) স্বামির পিতা, দাদা এভাবে যত ওপরে যাক।
(৪) আপন পিতা, দাদা এভাবে যত উপরে যাক ।
(৫) আপন ভাই।
(৬) সতীনের ছেলে ।
(৭) আপন মামা ।
(৮) আপন চাচা ।
(৯) আপন ভাইয়ের ছেলে ।
(১০) আপন ভগ্নির পুত্র ।
(১১) মেয়ের জামাই
(১২) এমন ছেলে যাকে ওই মহিলা দুধ পান করিয়েছে কোন কারণবশত।

পর্দার গুরুত্ব

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزۡوَٰجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآءِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ يُدۡنِينَ عَلَيۡهِنَّ مِن جَلَٰبِيبِهِنَّ

অনুবাদঃ হে নবী ! আপনার বিবিগণ , শাহজাদিগণ এবং মুসলমানদের নারীগণকে বলে দিন যেন তারা নিজেদের চাদরের একাংশ মুখের উপরে ঝুলিয়ে রাখে।

(সূরা আহযাব আয়াত নম্বর ৫৯)

উপরোক্ত আয়াতে মহান আল্লাহ তায়ালার আদেশ মুলক নির্দেশ থেকে বুঝা যায় পর্দা অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি ঈবাদত

আল্লাহ তায়ালা কোরআন পাকের অপর এক জায়গায় ঘোষণা করেন ।

وَقَرۡنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجۡنَ تَبَرُّجَ ٱلۡجَٰهِلِيَّةِ ٱلۡأُولَىٰ

অনুবাদঃ আর নিজেদের গৃহ সমূহে অবস্থান করো এবং বেপর্দা থেকো না যেমন পূর্ববর্তী জাহিলি যুগের পর্দাহীনতা। (সূরা আহযাব আয়াত নম্বর- ৩৩)

উক্ত আয়াতের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা

এ আয়াতে তাফসীরে রয়েছে : অর্থাৎ হে আমার হাবিব স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণ ! তোমরা তোমাদের ঘরে অবস্থান করো , (আর শরীয়াতের অনুমতি ব্যতীত ঘর থেকে বের হও না) মনে রাখবেন যে, এই আয়াতে সম্মোধন যদিও বা সম্মানিতা স্ত্রীগণ (অর্থাৎ আমাদের প্রিয় নবী, রসূলে আরাবী স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পবিত্র স্ত্রীগণ)
রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুন্না দেও করা হয়েছে কিন্তু অন্যান্য মহিলারাও এই আদেশের অন্তর্ভুক্ত ।

(তাফসীর সিরাতুল জিনান "৮ ম খন্ড পৃষ্ঠা ১৯)

মহান স্রষ্টা পর্দা প্রসঙ্গে অপর এক আয়াতে বলেন

وَلَا يُبۡدِينَ زِينَتَهُنَّ

উক্ত আয়াতের বঙ্গানুবাদ আর নিজেদের সাজ - সজ্জাকে প্রদর্শন করো না । (সূরা নূর আয়াত নম্বর-৩১)

উক্ত আয়াতের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা

উক্ত আয়াতটিকে গভীর চিন্তাভাবনা করে যদি দেখা যায় তাহলে আমরা বুঝতে পারবো। বর্তমান সময়ের বোরখা গুলি পড়া যাবে কি যাবে না? এই আয়াতের চিন্তা চেতনা থেকে বোঝা যায় যে, বর্তমান সময়ের যে সমস্ত পর্দা গুলি আবিষ্কার হয়েছে এই সমস্ত পর্দাতে পর্দার নামে সৌন্দর্য প্রকাশ করা। আর যে পর্দার মাধ্যমে সৌন্দর্য প্রকাশ পায় সেটা প্রকৃতপক্ষে পর্দা নয় পর্দার নামে কলঙ্ক, কারণ পর্দা করার উদ্দেশ্যটাই হচ্ছে , আবৃত করা, ঢেকে রাখা, আবরণ করা, আড়াল, অন্তরায়, পোশাকের মাধ্যম দিয়ে সৌন্দর্য ঢেকে নেওয়া, আবৃত করা, বা গোপন করা, ইত্যাদি। প্রিয় পাঠক তাহলে আশা করি বুঝতে পারলেন যে, যে পোশাক পরিধান করলে সৌন্দর্য্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটে এমন পোশাক পরিধান করা ইসলাম ধর্মে জায়েজ নয়।

হাদিসের আলোকে পর্দার বিধান

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ "·

অনুবাদঃ-হযরত আবদুল্লাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত আছে,রসূলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মহিলারা হচ্ছে আওরাত (আবরণীয় বস্তু) সে বাইরে বের হলে শয়তান তার দিকে চোখ তুলে তাকায়।

(তিরমিযী শরীফ হাদীস নং (১১৭৩)

অপর এক হাদীসে এসেছে:

أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهُ أَنَّهَا، كَانَتْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَمَيْمُونَةُ قَالَتْ فَبَيْنَا نَحْنُ عِنْدَهُ أَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَدَخَلَ عَلَيْهِ وَذَلِكَ بَعْدَمَا أُمِرْنَا بِالْحِجَابِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " احْتَجِبَا مِنْهُ "· فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَيْسَ هُوَ أَعْمَى لاَ يُبْصِرُنَا وَلاَ يَعْرِفُنَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَفَعَمْيَاوَانِ أَنْتُمَا أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ "·

অনুবাদঃ-হযরত উম্মে সালামা (রাদ্বিয়াল্লাহি আনহু) বলেন যে, তিনি ও মাইমূনা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা) রসূলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশে হাযির ছিলেন। তিনি বলেন, আমরা দু'জন তার নিকটে অবস্থানরত থাকতেই ইবনে উম্মে মাকতুম (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর নিকট এলেন। এটা পর্দার নির্দেশ অবতীর্ণ হওয়ার পরের ঘটনা। রসূলুল্লাহ স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন

তোমরা উভয়ে তার থেকে পর্দা কর। আমি (উম্মে সালামা) বললাম, হে আল্লাহর রসূল! তিনি কি অন্ধ নন? তিনি তো আমাদেরকে দেখতেও পারছেন না চিনতেও পারছেন না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তোমরাও কি অন্ধ, তোমরাও কি তাকে দেখতে পাচ্ছ না।

(তিরমিযী শরীফ হাদীস নম্বর ২৭৭৮)

এই হাদীস থেকে বোঝা যায় যে পর্দার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা কতটা।

দোয়া করি মহান স্রষ্টার কাছে সকল পর্দাহীন নারীদের কে পর্দা পরিধান করার তৌফিক দান করেন। (আমিন)

রাম ও রহীমকে এক বলার বিধান

ফাতাওয়া শারেহে বুখারী এর মধ্যে রয়েছেঃ রাম ও রহীম হল একই এবং মসজিদে ও মন্দির হল খোদার ঘর। এসব কথা বলার কারণে উল্লেখিত ব্যক্তি কাফির ও মুরতাদ হয়ে গেল। তার সমস্ত নেক আমল বরবাদ হয়ে গেল। তার স্ত্রী তার বিবাহ থেকে বেরিয়ে গেল। রাম ও রহীম এক হতে পারে না। কেননা, রাম অযোধ্যার এক রাজা মানুষের নাম ছিল। যে হল সৃষ্টি। আর আল্লাহ হলেন স্রষ্টা। উভয় এক কিভাবে হতে পারে? মসজিদে কেবলমাত্র আল্লহর এবাদতের জন্যে। আর মন্দির হল মূর্তি পূজা করার জন্যে। উভয়কে এক বলা সরাসরি কুফরী। তার উপরে ফরয যে, এসব কুফরী কথা থেকে তাওবা করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করবে। যদি স্ত্রী থাকে তাহলে তাকে পুণরায় বিবাহ করবে। সে যদি এরূপ না করে তাহলে মুসলমান তার সাথে সম্পর্ক বিচ্ছেদ করে দিবে। যদি সে মরে যায় তাহলে তার কাফন দাফনে (জানাযায়) শরীক হওয়া হবে না। (ফাতাওয়া শারেহে বুখারী ১/১৯২)

কুরবানি করা ওয়াজিব না সুন্নাত?

মুফতী গোলাম মাসরুর আহমাদ মিসবাহী
রিসার্চ স্কলার: আল- জামিয়াতুল আশরাফিয়া মোবারকপুর, ইউপি।

হানাফি মাযহাবের ওলামায়ে কেরামগণের নিকটে কুরবানি করা ওয়াজিব। যেটি কুরআন ও হাদীস থেকে প্রমাণিত।

(১) কুরআন পাকের মধ্যে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

[فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ]

(৩০ পারা, সুরাতুল কাউসার)

সুতরাং আপনি আপনার প্রতিপালকের জন্য নামাজ পড়ুন এবং কুরবানি করুন।

একাধিক মুফাসসিরগন এই আয়াতের তাফসীরে বলেন: এই আয়াতের মধ্যে ঈদুল আযহার নামাজ এবং কুরবানী করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। এবং এই আয়াতে অনির্দিষ্ট, বন্দিহীন ভাবে কুরবানী করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। এবং ফিক্বহ্ শাস্ত্রী একটি কায়দা তথা নিয়ম রয়েছে যে,যখন অনির্দিষ্ট, বন্দীহীন ভাবে কোন হুকুম তথা নির্দেশ দেওয়া হয় তখন সেটি ওয়াজিবের উপর নিদর্শন করে। যেমনটা "বাদাইউস সানায়ে"নামক পুস্তকের মধ্যে আল্লামা আলাউদ্দিন আবু বাকার বিন মাসুদ কাসানী বলেন:

[الامر المطلق للوجوب فی حق العمل]

সুতরাং এখান থেকে প্রমাণ হয় যে কুরবানি করা ওয়াজিব।

২ নং :-

أَخْبَرَنَا مِخْنَفُ بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ وَنَحْنُ وُقُوفٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَةً وَعَتِيرَةً.

(আবু দাউদ, হাদিস নং ২৭৯০, তিরমিযী শরীফ, হাদিস নং ১৬০১, ইবনে মাজা, হাদিস নং ৩২৪৫)

অনুবাদ:-মিখনাফ বিন সুলাইম বলেন: আমরা নবী করীম স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সঙ্গে আরাফাতের ময়দানে ছিলাম। নবী করীম স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হে মানবকুল! নিশ্চয়ই প্রতিবছর প্রত্যেক বাড়িওয়ালার ওপর একটি কুরবানি এবং একটি আতিরা রয়েছে।

উক্ত হাদিসে "আলা" (على) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যেটি ওয়াজিবের জন্য ব্যবহার করা হয়।সুতরাং এই হাদিস দ্বারাও প্রমাণ হয় যে কুরবানি ওয়াজিব। কিন্তু এর মধ্যে আতিরার হুকুম রোহিত হয়ে গেছে কিন্তু কুরবানী করার হুকুম নিজের জায়গায় বিদ্যমান অর্থাৎ ওয়াজিব।।

৩ নং :-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا

(ইবনে মাজা, হাদিস নং:৩২৪২)

অনুবাদ:- হজরত আবু হুরায়রাহ্ রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত যে, রাসূলে কারীম স্বল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি কুরবানি করল না সে যেন ঈদগাহে না আসে।

এই হাদিসের মধ্যে কঠোর আকারে কুরবানী করার জন্য জোর দেওয়া হয়েছে এবং সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কুরবানি না আদায়কারী কে কঠোরভাবে ঈদগাহের ময়দানে যেতে নিষেধ করা হয়েছে। এই কঠোরতা ওয়াজিবের ক্ষেত্রেই অবলম্বন করা হয়। আল্লামা বদরুদ্দিন আইনি নিজের প্রসিদ্ধ পুস্তক, বুখারী শরীফের শারাহ উমদাতুল কারীর মধ্যে এই হাদিস টি বর্ননা করার পরে বলেন : [مثل هذا الوعيد لا يلحق بترك غير الواجب]

অনুবাদ:-এই ধরনের কঠোরতা ওয়াজিব ব্যতীত অন্যের জন্য অবলম্বন করা হয় না।

মুল্লা আলী ক্বারী নিজের পুস্তক মিরক্বাতুল মাফাতিহ এর মধ্যে বলেন:

ومما يؤيد الوجوب خبر من وجد سعة إلخ.

অনুবাদ:-এবং সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত হাদিস কুরবানী ওয়াজিব হওয়ার সমর্থন করছে।

(মিরক্বাতুল মাফাতিহ, তৃতীয় খন্ড, ১০৭৭ পৃষ্ঠা)

এছাড়া ইমাম আবুল হাসান সিনদী উক্ত হাদিসের ব্যাখ্যায়, হাশিয়াতুস-সিন্দী আলা ইবনে মাজা-এর মধ্যে বলেন,

وهذا يفيد الوجوب

এই হাদিসটি কুরবানী ওয়াজিব হওয়ার প্রমাণ দিচ্ছে।

সুতরাং এই হাদিস দ্বারাও প্রমাণ হয় যে কুরবানি করা ওয়াজিব।

৪ নং :-

قال جُنْدَب بْن سُفْيَان الْبَجَلِيّ شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ: مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيُعِدْ مَكَانَهَا أُخْرَى، وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فَلْيَذْبَحْ.

(বুখারী শরীফ, হাদিস নং: ৫৫৬২)

অনুবাদ:-জুনদুব বিন সুলাইমান বাজালী রদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, কোরবানির দিন আমি নবী মুস্তাফা স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট উপস্থিত ছিলাম, তিনি ইরশাদ করলেন: যে ব্যক্তি ঈদের নামাজের আগেই কুরবানি করে নিয়েছে,সে পুনরায় তাঁর জায়গায় দ্বিতীয় কুরবানি করবে এবং যে ব্যক্তি কুরবানি করেনি সে যেন নিজের কুরবানি করে নেয়।।

এই হাদীসের মধ্যে নামাজের আগে কুরবানি আদায়কারী ব্যক্তি কে দ্বিতীয় কুরবানি করার নির্দেশ দেওয়াটাই কুরবানি ওয়াজিব হওয়ার দলিল। কেননা যদি কুরবানি ওয়াজিব না হতো তাহলে দ্বিতীয় কুরবানির আদেশ দিতেন না।

মুল্লা আলী ক্বারী নিজের পুস্তক মিরক্বাতুল মাফাতিহ- এর মধ্যে, উক্ত হাদিস থেকে কুরবানী ওয়াজিব হওয়া প্রমাণ করতে গিয়ে বলেন:

فَإِنَّهُ لَا يُعْرَفُ فِي الشَّرْعِ الْأَمْرُ بِالْإِعَادَةِ إِلَّا لِلْوُجُوبِ،

অনুবাদ:-শরিয়তের মধ্যে কোন বিষয় ঘুরিয়ে করার আদেশ দেওয়া মানেই সেটি ওয়াজিব হিসেবে বিবেচিত হয়।

(মিরক্বাতু মাফাতিহ, তৃতীয় খন্ড, ১০৭৭ পৃষ্ঠা)

সুতরাং এই হাদিস দ্বারাও প্রমাণ হচ্ছে যে কুরবানি করা ওয়াজিব।

এর বিপরীতে একটি মত রয়েছে যে, কুরবানি করা ওয়াজিব নয় বরং সুন্নত: যেটি হজরত ইমামে শাফে'ঈ রহমাতুল্লাহ আলাইহি-এর মত। সেটি কে নিয়ে বর্তমানের নামধারী আহলে হাদিসরা বেশি বাড়াবাড়ি করছে। তাদের কিছু দলিল এবং তার প্রত্যাখ্যান।

১ নং :-

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ.

(মুসলিম শরীফ, হাদিস নং:৫২৩৪)

অনুবাদ:-উম্মে সালমা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহা থেকে বর্ণিত-যে নবী মুস্তাফা স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন: যখন তোমরা জিলহজ্ব মাসের চাঁদ দেখে নেবে, এবং তোমাদের মধ্যে কেউ কুরবানি করার ইচ্ছা রেখেছে,সেই ক্ষেত্রে তোমরা নিজের চুল এবং নখ কাটবে না।

এই হাদিস দ্বারা তারা প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে, নবী মুস্তাফা স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি কুরবানি করার ইচ্ছা করবে সে যেন চুল এবং নখ ইত্যাদি না কাটে। এখানে ইচ্ছার কথা বলা হয়েছে। যদি কুরবানি ওয়াজিব হত তাহলে ইচ্ছার কথা বলা হত না।

আমাদের তরফ থেকে উত্তর: এখানে ইচ্ছার মানে এই নয় যে, কুরবানি করা এবং না করার মধ্যে তাকে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে বরং এখানে ইচ্ছা বলতে বোঝাতে এটাই চাইছে যে, তোমাদের স্মরণে ছিল না, তোমাদের ধ্যানটি অন্যদিকে ছিল। এবার যখন চাঁদ দেখে তোমরা কুরবানী করতে চাইছো, কুরবানি করার প্রস্তুতি নিয়ে নিয়েছো তখন চুল এবং নখ কাটবেনা। যেমন বলা হয়েছে:

[من اراد الصلاة فليتوضأ]

অনুবাদ:- যে ব্যক্তি নামাজ পড়তে চাই সে ওযু করে নিবে। তাহলে কি নামাজ পড়া ফরজ নয়? কেননা এখানেও তো ইচ্ছার কথা বলা হয়েছে। বোঝা গেল এখানে তাকে স্বাধীনতা দেওয়া হয়নি যে চাইলেই নামাজ পড়বে আর না চাইলে না পড়বে এমনটা কিন্তু নয়। সুতরাং কুরবানির ব্যাপারটাও ঠিক তেমনিই।

শত হাদীসের হাফিজ আল্লামা বদরুদ্দিন আইনি রহমাতুল্লাহ আলাইহি নিজের পুস্তক আল-বিনায়া এর মধ্যে বলেন:

ليس المراد التغيير بين الترك والاباحة فصار كأنه قال من قصد أن يضحي منكم وهذا لا يدل على نفي الوجوب كما في قوله من أراد الصلاة فليتوضأ وقوله من أراد منكم الجمعة فليغتسل أي من قصد ولم يرد التغيير فهكذا هذا.

অনুবাদ: এর মানে এই নয় যে, তাকে কুরবানি করা এবং না করা দুটোরই অনুমতি রয়েছে, চাইলে করবে, না চাইলে না করবে। বরং এর মানে হচ্ছে এটাই যে, যখন তোমাদের কেউ কুরবানি করার জন্য প্রস্তুত হবে। সুতরাং এইটি ওয়াজিব না হওয়ার ওপর নিদর্শন করে না। যেমনটি তিনার কালাম: "যে ব্যক্তি নামাজ পড়ার ইচ্ছা করবে সে ওযু করে নেবে" এবং তিনার এই কথা: "তোমাদের মধ্যে থেকে যে ব্যক্তি জুম্মার নামাজ আদায় করিবার নিয়ত করিবে সে যেন গোসল করে নেয়।

অর্থাৎ ইচ্ছা থেকে প্রস্তুতি নেওয়া কে বোঝানো হয়েছে। ঠিক তেমনি কুরবানির ব্যাপারটা।

২ নং :-

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ - رضى الله عنهما - كَانَا لَا يُضَحِّيَانِ مَخَافَةَ أَنْ يُرَى ذَلِكَ وَاجِبًا.

অনুবাদঃ-আবু বাকার এবং ওমর রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুমা এই ভয়ে কুরবানি করতেন না যেন মানুষ সেটিকে ওয়াজিব না মনে করে নেই।

এই হাদিস দ্বারা তারা প্রমাণ করতে চাই কুরবানি ওয়াজিব নয়। যদি কুরবানি ওয়াজিব হতো তাহলে তিনারা ওয়াজিব হওয়ার ভয়ে কুরবানী করা ত্যাগ কেন করতেন?

আমাদের তরফ থেকে তার উত্তর :

একটি হাদিসে السنة أو السنتين

শব্দ এসেছে অর্থাৎ তিনারা এক কিংবা দুই বছর কুরবানি করেননি। (আল-বিনায়া, ১২ খন্ড ১০ পৃষ্ঠা) এবং আরো একটি হাদিসে إذا كانا مُسافرين

শব্দ এসেছে অর্থাৎ যখন তিনারা সফরের অবস্থায় ছিলেন। (নাসবুর রায়া) এবং কুরবানি ওয়াজিব হওয়ার জন্য কিছু শর্ত রয়েছে।যেমনঃ মালিকে নিসাব হওয়, মুসাফির না হওয়া ইত্যাদি। যেহেতু একটি হাদিসে রয়েছে যে তিনারা এক কিংবা দুই বছর কুরবানি করেননি। এই থেকে এটাই বুঝা যাচ্ছে যে তিনারা কখনোই কুরবানি করতেন না এমনটা নয়, বরং সেই এক বা দুই বছর করেননি। তাহলে জেনে নিতে হবে যে তখন কোন অসুবিধা ছিল। মুহাদ্দিসগণ বলেনঃ সেই দুই বছর হতে পারে তিনারা মালিকে নিসাব ছিলেন না। কোনো কারণে তিনাদের কাছে টাকা পয়সা ছিল না কিংবা তিনারা টাকা-পয়সা থাকা সত্ত্বেও ঋণী হয়েছিলেন। কিংবা তিনারা মুসাফির ছিলেন। যেমনটা একটি হাদিসে রয়েছে। সুতরাং এই জন্যই তিনারা কুরবানি দেননি যাতে করে তিনাদেরকে দেখে মানুষ এইটা ভেবে না নেই যে এই অবস্থাতেও কুরবানি করা ওয়াজিব। কিংবা এটাও হতে পারে তিনারা ওয়াজিব শব্দ থেকে ফরজের অর্থ নিচ্ছিলেন। কেননা কখনো কখনো ওয়াজিব শব্দ থেকে ফরজের অর্থও নেওয়া হয়। তিনারা বলতে চাইছেন যে কোরবানি করা ফরজ নয়। এবং কোন জিনিস ফরজ না হওয়া ওয়াজিব না হওয়ার দলীল নয়।

(আল-বিনায়া, ১২ খন্ড, ১০ পৃষ্ঠা, বাদাইউ সসানায়ে, ৬ খন্ড, ২৮০ পৃষ্ঠা)

৩ নং :-

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذِهِ الأَضَاحِيُّ قَالَ: سُنَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ. قَالُوا فَمَا لَنَا فِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: بِكُلِّ شَعَرَةٍ حَسَنَةٌ. قَالُوا فَالصُّوفُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: بِكُلِّ شَعَرَةٍ مِنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ.

(ইবনে মাজা হাদিস নং ৩২৪৭)

অনুবাদঃ-জাইদ বিন আরকাম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী করীম স্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীরা জিজ্ঞাসা করলেনঃ হে আল্লাহর রাসূল!এই কুরবানি টা কি? উত্তরে আমার রসূল বললেনঃ এটি তোমার পিতা ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম এর সুন্নত। আবার জিজ্ঞাসা করলেনঃ এতে আমাদের জন্য কি উপকার রয়েছে? তিনি ইরশাদ করলেনঃ প্রত্যেক চুলের পরিবর্তে একটি নেকি পাওয়া যাবে। আবারো জিজ্ঞাসা করা হলঃ হুজুর লোমের ব্যাপারে আপনি কি বলেন? আমার রসুল বললেন প্রত্যেক লোমের পরিবর্তে একটি নেকি দেওয়া হবে।

এবং একটি হাদিসে

ضحوا فإنها سنة أبيكم إبراهيم

এসেছে অর্থাৎ তোমরা কুরবানী করো কেননা সেটি তোমাদের পিতা ইব্রাহিম আলাইহিস সালামের সুন্নত।

عَنِ الْبَرَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، مَنْ فَعَلَهُ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا.

(বুখারী শরীফ হাদিস নং ৫৫৪৫)

অনুবাদঃ-হযরত বারা রাদ্বিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ নবী করীম স্বল্লাল্লাহু;আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ নিশ্চয় আজ সর্বপ্রথম আমরা নামাজ আদায় করবো। তারপর কুরবানি করব। যে ব্যক্তি এইরকম করল সে যেন আমার সুন্নত পেয়ে নিল।

এই সমস্ত হাদিস এবং এছাড়া আরও যে সমস্ত হাদিসে সুন্নতের শব্দ এসেছে এই থেকে তারা বলে থাকে যে কুরবানি করা সুন্নত। অন্যথায় আমার রসূল সুন্নত কেন বলতেন? যদি কুরবানি করা ওয়াজিব হতো তাহলে ওয়াজিব বলতেন।

আমাদের তরফ থেকে উত্তরঃ যে সমস্ত হাদিসে "সুন্নতের" শব্দ এসেছে সেখানে ওই সুন্নত বোঝানো হয়নি যেটি ওয়াজিব বা ফরজের বিপরীত বলা হয় বরং এই সুন্নতের মানে হচ্ছে "প্রচলিত পদ্ধতি"। কেননা সুন্নতের মানে শুধু একটি নয় বরং সুন্নতের অনেক মানে রয়েছে, যেমনঃ অভ্যাস, রীতি, স্বভাব, পন্থা, পথ, হাদিস, পদ্ধতি, চরিত্র, আদর্শ, আকৃতি, পছন্দনীয় আমল যেটি সুন্নত বা ফরজের বিপরীত বলা হয়, ইত্যাদি। আল-ইমাম আল্লামা আলাউদ্দিন আবু বাকার বিন মাসুদ কাসানী এবং আল্লামা বদরুদ্দিন আইনি রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমা বলেনঃ

فالسنة هي الطريقة المسلوقة في الدين

অর্থাৎ এখানে সুন্নত থেকে দ্বীনের মধ্যে প্রচলিত পদ্ধতি কে বোঝানো হয়েছে। (আল-বিনায়া)

এবং হাফিযুল হাদীস আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী "ফাতহুল বারি" এর মধ্যে ঐ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন,

والمراد بالسنة في الحديثين معا الطريقة لا السنة بالاصطلاح التي تقابل الوجوب، والطريقة أعم من أن تكون للوجوب أو للندب

অনুবাদা:-এখানে উভয় হাদীসের মানে হচ্ছে প্রচলিত পদ্ধতি, ওই সুন্নাত নয় যেটি ওয়াজিবের বিপরীত বলা হয়, এবং পদ্ধতি এটি অনির্দিষ্ট ওয়াজিব ও হতে পারে এবং মুস্তাহাব ও হতে পারে।

এবং কোন জিনিসের সুন্নত হওয়া ওয়াজিব না হওয়ার দলিল নয়। কেন কি সুন্নতের একটি মানে হচ্ছে: রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কর্ম। আমার রসূলের অনেক কর্ম বা সুন্নত রয়েছে যেগুলো আমাদের প্রতি ওয়াজিব করা হয়েছে। যেমন সালামের উত্তর দেওয়া নাবি কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একটি কর্ম, সেটি আমাদের উপর ওয়াজিব।
এইভাবেই কুরবানিও আমার নবীর একটি কর্ম বা সুন্নত কিন্তু সেটি আমাদের প্রতি ওয়াজিব, যেটির দলীল পূর্বে বিস্তারিতভাবে দেওয়া হয়েছে। এবং আল্লাহ তা'য়ালা বেশি ভাল জানেন।

মুফতী গোলাম মাসরুর আহমাদ মিসবাহী
রিসার্চ স্কলার: আল- জামিয়াতুল আশরাফিয়া মোবারকপুর, ইউপি।

আস-সুন্নাহ প্রকাশনী

বাংলা, ইংরেজি, উর্দু ও আরবী ভাষায় প্রশ্নপত্র বই টাইপ ও সেটিং করা হয়।
Prop:-Roushan Ali
Cont:-9733301647
roushanali536@gmail.com

THE MONTHLY AL-MISBAH MAGAZINE

June- 2024

প্রশ্ন করুন

কোন শরয়ী মাসআলা জিজ্ঞাসা করার জন্য যোগাযোগ করুন

95546 21297
6296822303
96093 01137

আপনিও লিখুন

আল্-মিসবাহ মাসিক পত্রিকায় লেখা সাদরে গ্রহণ করা হবে। তবে কপি-পেস্ট বা অন্যের লেখা চুরি করে না পাঠানোর জন্যে অনুরোধ করা হচ্ছে।

লেখা পাঠানোর জন্য যোগাযোগ করুন

78658 64344
95546 21297
62968 22303

মতামত জানান

আল্-মিসবাহ মাসিক পত্রিকা আপনার মূল্যবান মতামতের অপেক্ষায়রয়েছে। আপনার প্রিয় পত্রিকা সম্পর্কে আপনি মতামত জানাতে পারেন।

62968 22303
95546 21297

বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য যোগাযোগ করুন

62968 22303
95546 21297

Designed by: Roushan Ali-9733301647